Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

Vol. VII November, 1959 No. 3

MĀTRI VĀNI

IN

ENGLISH TRANSLATION

With a foreword by

Dr. Gopinath Kaviraj, M A., D. Litt.

Price Re 1·25 only

It contains a rare selection of Shree Ma's sayings, pearls of wisdom, that were uttered in reply to letters from various people.

Some opinions :

Mr. Richard Lannoy, the well-known English Photographer and author of two remarkable books :—

"This is how it should be done, clear-cut, clean and well printed. How beautifully translated and arranged! The choice is really excellent. There is a kind of fragrance, a rhythm like a small stream coming down a mountain side with sun on pebbles and grasses. The comforting words for the afflicted are very fine and rendered into English excellently."

Mrs. Theodora Duncan, California :—

"Every one who received one here is delighted with it. Short, pungent ideas are most needed by us busy Americans. The book is small enough to be tucked into a man's pocket or a woman's purse, which is another great advantage."

Mr. D. S. Thapar, Advocate, Jullunder :—

"This little book is a light-house in the dark sea of life, showing the path that leads to the Goal. Every question that crops up in the mind has been answered and every doubt that disturbs it rewarded by means that helps to achieve the End."

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teachings of Shree Shree Ma Anandamayee and other

Important

As fresh Subscription Registers are being prepared, all of our subscribers are specially requested to intimate to us any change in their addresses immediately.

Managing Editor

Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M.A., B.L.

Sri K. Bose—*Managing Editor.*

* * * * * * *

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5·00

Foreign—Rs. 6·00 or 10 shillings or dollar 1·25 only.

MĀTRI VĀNI

IN

ENGLISH TRANSLATION

With a foreword by

Dr. Gopinath Kaviraj, M A., D. Litt.

Price Re 1·25 only

It contains a rare selection of Shree Ma's

delighted with it. Short, pungent ideas are most needed by us busy Americans. The book is small enough to be tucked into a man's pocket or a woman's purse, which is another great advantage.''

Mr. D. S. Thapar, Advocate, Jullunder :—

''This little book is a light-house in the dark sea of life, showing the path that leads to the Goal. Every question that crops up in the mind has been answered and every doubt that disturbs it rewarded by means that helps to achieve the End.''

Ananda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teachings of Shree Shree Ma Anandamayee and other religio-philosophical topics.

Board of Editors

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5·00
Foreign—Rs. 6·00 or 10 shillings or dollar 1·25 only.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

The magazine is published in three separate editions—Hindi-English ; Bengali-English ; purely English—in the months of May, August, November and February. The year begins from May.

Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

Complaints about non-receipt of the magazine should be sent to this office *latest by the second week.*

All correspondence regarding 'Ananda Varta' should be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhaḍaini, Varanasi, (U P.).

Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U.P.)

Contents

Bengali Section

Contents

English Section

Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi,
at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.

ĀNANDA VĀRTĀ

অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।

VOL. VII] NOVEMBER. 1959. [NO. 3

—মাতৃ-বাণী—

"দেখ গোলাপটি তুলতে হলে অনেক কাঁটার মধ্য দিয়ে হাত বাড়াতে হয়। কিন্তু গোলাপটির দিকে লক্ষ্য থাকলে আর সেটা তুলবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে কেউ কাঁটার ভয়ে ফিরে যায় না। আর যার পক্ষে যা ব্যবস্থা মাই তার ব্যবস্থা করেন। কার পক্ষে কি ব্যবস্থা দরকার সেটা মাই ত জানেন। এই বিশ্বাসটুকু যদি থাকে তবে আর কোনও দুঃখের কারণ হয় না।"

* * * *

"কৃপা ত তিনি সর্ব্বদাই করছেন। শুধু বুঝবার অধিকারী হওয়ার জন্য তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বসে থাকতে হয়।"

* * * *

"আনন্দময়ী মা কে? আনন্দময়ই বা কে? তিনি ঘটে পটে সর্ব্ব হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। সর্ব্বত্রই তাঁর বাস। তাঁকে দেখলে তাঁকে পেলেই সব দেখা যায়, সব পাওয়া যায়। অর্থাৎ নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্দ্ব, অব্যয়, অক্ষয় হওয়া।"

* * * *

"বিদেশে থাকলেই দুঃখ। আপন ঘরে আপন জনের কাছে থাকলে আনন্দ। তাই আপন ঘর আপন জনকে খোঁজ। বিদেশে কতদিন আর থেকে কষ্ট পাবে?"

* * * *

"তুমি বুঝি ভেবেছ মুক্ত হয়েছ? আসল মুক্তির জন্য—তাঁর জন্য একটু সময় দিতে হয়। যদি তাঁরই সেবা তিনি করিয়ে নিচ্ছেন—এই ভাবটি রাখা যায় তবে বন্ধনের কারণ হয় না। তা না হলেই প্রশংসা প্রতিষ্ঠার ভাব জেগে ওঠে। সেবাও তিনি, সেবকও তিনি, সেব্যও তিনিই। এক ভিন্ন দুইত নাই-ই।

* * * *

কে আবার কোথায় চলে যায় বা কোথা থেকে আসে? এই শরীরটার কাছে ত আসা যাওয়া নেই। তখনও যা, এখনও তা। মরা বাঁচা আবার কি? মারা গিয়েও যে আছেই তার মধ্যে আর কি কথা?"

"ভাসিয়া যাওয়া সহজ। নিজকে ধরিয়া রাখা কঠিন। যে পারে সে-ই দশজনের লাইন ধরিয়া গড়াগড়ি না দিয়া মাথা উচু করিয়া চলিতে পারে।"

"মা"

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত প্রশ্নোত্তর

নীলমণি

প্রঃ—সৎসঙ্গে কে কার সঙ্গে সঙ্গ করে ?

উঃ—তুমি তোমার সঙ্গে সঙ্গ কর।

প্রঃ—উদ্দেশ্য ?

উঃ—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপের প্রকাশের জন্য। তোমার স্বরূপ প্রকাশের জন্য সৎসঙ্গ করা।

প্রঃ—আমার কোন্ সত্তা কোন্ সত্তার সঙ্গে সঙ্গ করছে ?

উঃ—তোমার অনন্ত সত্তা। তোমার অবিদ্যা-শক্তি বিদ্যা-শক্তির সঙ্গে সঙ্গ করছে। তোমার বহির্মুখী শক্তিকে গুটিয়ে পরাশক্তির সঙ্গে সঙ্গ।

প্রঃ—সৎ-সঙ্গ কি শ্রদ্ধার সঙ্গে করা উচিত ?

উঃ—নিশ্চয়। তুমি তো শ্রদ্ধারূপেও আছ।

প্রঃ—সৎ-সঙ্গ তো সচেতন হয়ে করা উচিত ?

উঃ—সচেতন হওয়ার জন্য সৎ-সঙ্গ করা। অচেতন থেকে সচেতন হওয়া।

প্রঃ—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" এর মানে কি ?

উঃ—তোমার মধ্যে যে মহাজন নিত্যস্থিত। মহাজন কোন লোক নয়, বাইরের কেউ নয়। যিনি তিনিই। ভিতরের মহাজন যাকে মহাজন বলে মানে তাঁর পথ অনুসরণ কর। মহাজন যে স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি কে বলে দিতে হয় না। তোমার ভিতরে যে মহাজন আছেন, তাঁর প্রকাশ তুমি পাও কি? তবে প্রশ্ন কেন? যেটা প্রত্যক্ষ সেটা বল। তোমার ভিতরে যে মহাজন রয়েছেন, তাঁর প্রকাশ হওয়া দরকার। আমি যন্ত্র, তিনি চালাচ্ছেন, তা যদি বল, তবে ঠিক। মহাজনের উপলব্ধি হলে প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু তাঁকে ধরতে না পারলে বাইরের মহাজন দরকার। মুনিদের মধ্যে যিনি মহান্ মুনি, যিনি মহাপুরুষ বা অবতার ইত্যাদি, তিনি যা বলেন, যে পথে যান, সেই পথ। গুরু ধারণ

কেন করতে হয় জান? গুরু যে অন্তর্য্যামী রূপে রয়েছেন তাঁকে ধরবার জন্য বাইরের গুরুবরণ দরকার। তেমনই তোমার মহাজন ধারণ। যদি বল, তাঁকে চেনা যায় কি করে?......যখন সময় হয় তিনি ধরা দেন। ব্যাকুলতা থাকলে তিনি চিনিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন, ধরা দেন। অবশেষে কি হল? তোমাকেই তুমি পাচ্ছ। তোমার ভিতরকার মহাজনের প্রকাশ হয়। তখন বোঝা যায় যে আমার মহাজন এই এইরূপে প্রকাশিত। তিনি স্বয়ং ধরা না দিলে ধরা যায় না।

প্রঃ—ব্যাকুলতার প্রকাশ খুব হলে কি প্রারব্ধ কাটে?

উঃ—কুল না পেলে প্রারব্ধ কাটে না। ব্যাকুলতাটা রাস্তা, সেটা প্রাপ্তি নয়। প্রাপ্তির রাস্তা। ব্যাকুলতারও মাত্রা রয়েছে।

প্রঃ—মা কাকে বলে ও মায়ের লক্ষণ কি?

উঃ—মা কাউকে বলে না। মাই মা। সন্তান হলে মায়ের লক্ষণ বুঝতে পারে।

প্রঃ—সন্তান হলে মাকে বোঝা যায়, না, মা হলে মাকে বোঝা যায়?

উঃ—দুইই। শাবল দিয়ে মাটি কাটলে শাবল ঢুকলে মাটি কাটলো বললে, না, মাটি কাটলো বলে শাবল ঢুকলো বলবে? তেমনই ছাওয়ালের মাটিকে পাওয়া আর মায়ের ছাওয়ালকে নেওয়া একই কথা।

প্রঃ—প্রারব্ধ ক্ষয়ের উপায় কি?

উঃ—জ্ঞানের আগুন লাগিয়ে দেওয়া।

প্রঃ—আত্মস্বরূপের প্রকাশ কি করে হবে?

উঃ—গুরুশক্তি ধারণ করা। তোমার মধ্যে যা রয়েছে, তার প্রকাশ হয়ে যায়। যার মাথা পরিষ্কার নয় তাকে পড়ান যায় না। সেই রকম সাধনার দ্বারা ভিতরের জ্ঞানশক্তির প্রকাশ হয়। **Electric connection** এর মত। তোমার মধ্যে না থাকলে পাবে না। কাব্য-শক্তি, ভাষণ-শক্তি ইত্যাদি যেমন কারু কারু আসে, সকলের আসে না। যার হবার তার শিরা খুলে যায়, আবরণ সরে যায়। আপনি সৃষ্টি হয়। অপরে দেয় না। ভিতরের বিদ্যার সাথে যুক্ত করে দেয়। সকলেই জন্মগত সংস্কার নিয়ে জন্মায়।

জাগতিক বিদ্যায় যেমন যুক্ত করে দেওয়া হয়, ব্রহ্মবিদ্যারও ভিতরের শক্তির সাথে যুক্ত করা হয়; তখন জাগরণ হয়। গুরুশক্তি শিষ্যে পাত হয়, কোটিতে একটি অধিকারী পাওয়া যায়। মন্ত্রশক্তি পাওয়া যায়। কর্ম্ম বিফল হয় না। কিন্তু গুরুশক্তিপাত সকলের উপর হয় না।

প্রঃ—গুরুকৃপার মানে কি ?

উঃ—গুরু যদি উপদেশ দেবার সাথে করবার শক্তি দেন, তবে কৃপা। কৃপা সব সময় বর্ষিত হচ্ছে। পাত্র উল্টা আছে বলে কৃপা হয়ে যাচ্ছে। পাত্র করে ধরতে হয়। সোজা করবার উপায় হলো, গুরু যা বলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। অভ্যাস-যোগের দ্বারা আবরণ কাটবে এবং স্বরূপ প্রকাশ হবে। নিজের ঘরের দিকে যাবে। বাসনা থাকলেই দেহ ধারণ অর্থাৎ দেও দেও। অভ্যাসের দ্বারা তার থেকে রেহাই। নিত্যযুক্ত যে রয়েছ তার প্রকাশের জন্য গুরু-আজ্ঞা পালন করা। করলে কৃপা লাভ। স্বগতি অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশের গতি গুরুকৃপা করে দিয়ে দেন। হেতু এবং অহেতু দুই প্রকারেই কৃপা হয়। কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হলো হেতু কৃপা। যখন বোঝা যায় যে ক্রিয়া যা সাধনার আর দিক নেই তখন অহেতুক কৃপা হয়। সেই অবস্থায় তিনি তুলে ধরেন।

প্রঃ—শক্তিপাত কে কে করতে পারে ? কার উপর হয় ?

উঃ—সংসার গতি থেকে যিনি মুক্ত করতে পারেন তিনিই সদ্‌-গুরু। তিনিই শক্তিপাত করতে পারেন। সৃষ্টি যেমন শিশু করতে পারে না, যৌবনে হয়। তেমনই একটা স্থান আছে, আধার আছে, যেই আধারে ঠিক সময়ে গুরুশক্তি পাত হয়।

প্রঃ—যে রকম পাত্রই হউক শক্তিপাত তাতে হতে পারে কি ?

উঃ- তিনি পাত্র বানিয়ে নিতে পারেন।

প্রঃ—তিনি তবে আধার না হলে দেন না ?

উঃ—না, তবে বন্যা এলে সকলকে ভাসিয়ে নেন।

প্রঃ—জোয়ারে পড়বার উপায় কি ?

উঃ—এই প্রশ্ন ব্যাকুল হয়ে করতে হয়।

প্রঃ—ব্যাকুলতা আসে কি করে ?

উঃ—দীর্ঘকাল সৎ-সঙ্গের দ্বারা। যা নষ্ট হবার তা যেখানে নষ্ট হয়, সেখানে ইষ্ট প্রকাশ হয়। যার দীক্ষা হয়েছে, তার দীর্ঘকাল জপধ্যান করা উচিত। তবেই জাগরণ হয়।

প্রঃ—নামজপও কি সৎ-সঙ্গ ?

উঃ—বটেই তো। তিনি নামরূপে আছেন বলে। সত্যস্বরূপ, মন্ত্রস্বরূপ তিনিই। নাম মানে যে জপে ভগবানের দিকে যাওয়া সরল হবে তাই নাম। নামরূপে তিনি, অক্ষর-রূপে তিনি, মন্ত্ররূপে তিনিই আছেন। তাতেও সৎ-সঙ্গ হয়। নামরূপে তাঁকেই পেয়েছ। নিষ্ঠার সাথে জপ করলে বেশী ফল হয়। নিষ্ঠা না থাকলেও কিছু ফল হবে। মনে মনে জপ করতে হয়। হৃদয়-গুহায় জপ করতে হয়। মাটীর ভিতর যেমন বীজ পুততে হয়, তেমনই হৃদয়-ভুমিতে মন্ত্র বা নাম স্থাপন করে জপ করতে হয়। ফল—বীজ থেকে বৃক্ষ। বৃক্ষ হলো নিজের প্রকাশ। ভগবানের নাম ও রূপ অনন্ত। জপ করতে করতে তাঁর অনন্ত রূপ প্রকাশ হবে। হৃদয়-জমিতে রোপণ করলে তার স্বভাব হচ্ছে নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করা। আমাকে জানা বা ভগবানকে জানা। তাই অভ্যাস-দ্বারা চলতে হবে। যেমন পাশ করলে আপনিই প্রফেসর বা ইঞ্জিনিয়ার হয়, তেমনই সাধনা করলে আপনিই প্রকাশ হবে। তবে গুরুর কথা অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

প্রঃ—স্বপ্নে গুরু পেলে কি ফল হয় ?

উঃ—হ্যাঁ হয়। জগতের জাগ্রত ভাবও তো স্বপ্ন। নিদ্রিত স্বপ্ন এবং জাগ্রত স্বপ্ন এই পার্থক্য। দুই স্বপ্নেমন্ত্র পেলে আর সন্দেহ নেই। শুধু নিদ্রিত স্বপ্নে পেলে আবার জাগ্রত-স্বপ্নে পাকা করে নিতে হয়।

প্রঃ—যদি ভগবানের স্বপ্রকাশ এই জগৎ, তখন জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি করে ?

উঃ—যখন এই জিজ্ঞাসা থাকবে না, সেই প্রকাশই স্বয়ং প্রকাশ। যেখানে এক ব্রহ্ম-বোধ, দ্বিতীয় নাস্তি, সেখানে উড়িয়ে দেওয়ার প্রশ্ন থাকে না। যখন ত্রিপুটী (তিন পুটলী—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা) এক হয়ে যায় সেখানে এক

ব্রহ্ম। নইলে নয়। জগৎ বোধ থাকলে তিন পুটলী থাকে। ক্রিয়া, কর্ম্ম, কর্ত্তা—এক হয়েও আলাদা। পিতা, পুত্র, পতি একজনই। সেই রকম এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি। আবার যেখানে জগৎ দৃষ্টি, সেখানে আলাদা করে দেখা যায়। ক্রিয়ার মধ্যে আলাদা রূপেই থাকবে। জগৎ গতির মুখে ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। যেটা বদলে যায় সেটা তো নিত্যবস্তু নয়। গতি অনিত্য। সত্য কোন্‌টা?—যেটা পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু যেখানে একব্রহ্ম বোধ সেখানে কোনটাই বাদ যায় না।

"তাঁহাকেই একমাত্র প্রয়োজন। আর সব অপ্রয়োজন। তাঁকে বিনা মানুষের চলে না, ছেড়ে চলবার জায়গা নেই। সেজন্য বাদ দেওয়া যায় না; বাদ হয় না।"

"মা"

কে তুমি ?

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, শান্তিঙ্করা, সুস্মিতভাষিণী,
প্রফুল্লিত পুষ্পসম সুধাময়ী, কে তুমি জননী ?
অভিনব লীলাচ্ছলে কোথা হ'তে, কোন রসে ভাসি'
নিঃস্ব-বিশ্বে নেমে এলে, আপনাতে আপনি বিলসি !'

যখন আসিলে নেমে কলিসম ঊষা ফুটি-ফুটি',
জাগেনি বিহগকুল, গাহেনি ক্বচিৎ কান্ত সুর !
নেমে এলে অনুপম নব সৃষ্ট সুধারস লয়ে,
ললাটে সুস্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ, ত্রিনয়নে দীপ্তি জয়শ্রীর ।

তুমি এলে । প্রাণে প্রাণে বহে গেল হিল্লোল দুর্বার ;
ঋদ্ধি-সিদ্ধি সংযমের খুলে গেল বিশাল তোরণ ;
ফিরে পেলো প্রাণধর্ম, দীর্ণ, শীর্ণ বিশুষ্ক আচার ।
বিশ্বের বিস্ময় তুমি, প্রাণকেন্দ্র বিশ্ব-সবিতার !

তব লীলা, তব বাণী,—উচ্ছ্বসিত অমৃত-পাথার ;
দেশে দেশে দিশে দিশে ছুটে গেল তার কলরোল,—
শ্রান্ত, পথভ্রান্ত কত পাপী তাপী, কত দুঃখী প্রাণ
ফিরে পেলো অপরূপ শান্তিময় পথের সন্ধান ।

তোমার মহিমা গেয়ে ছুটে এলো ঋত্বিক ও ঋষি,—
দেবতা ও পদপ্রান্তে খুঁজে পেলো অভীষ্ট তাহার,
মগ্ন হ'ল মহাকাল নক্ষত্রের জপমালা লয়ে,
চন্দ্র সূর্য জ্বেলে দিল দীপ্ত দীপে আরতি তোমার ।

কে তুমি ? তবুও প্রশ্ন।" "শক্তি তুমি", বলে শাক্ত জন :-
বৈষ্ণব উচ্ছ্বসি' কহে,—"কৃষ্ণ মম, রাধা প্রাণ ধন।"
যিশু তুমি, তুমি আল্লা, বৌদ্ধ জানে তুমি যশোধরা,
সর্বরূপে তুমি তবু, কী আশ্চর্য! তবুও অধরা!

আমি ত জেনেছি আর।—দু'নয়ন করুণা-বিহ্বল
বিশ্বমাঝে ফিরিতেছ আদর্শ মাতৃত্ব বুকে বহি'
বিশ্বমাতা। দেশাতীত, জাতি-বর্ণ-ধর্মাতীত হ'য়ে
সকলেরে টানিতেছ স্নেহবক্ষে আকুল আগ্রহে।

এ কথা কত যে সত্য, মর্ম জানে, জানে মজ্জা মোর,
বিশ্বের কত যে প্রিয়, ধ্বনিতেছে শোণিত শিরায়
সে সম্প্রীতি বিশ্বদেহে অহর্নিশি শাশ্বত-স্বননে ;—
সে যে আমি জানি, আর মোর মর্ম জানে।

সব-ই ত প্রত্যক্ষ সত্য, সত্যতর নাই অনুভূতি ;
তথাপি দুরধিগম্য কী বিপুল রহস্য আড়ালে
সংগোপনে আপনারে আবরিয়া চল লীলাময়ী,
কে তোমা জানিবে বল, দয়াময়ী, তুমি না জানালে।

(পদপ্রান্তে) যাচি তাই নবযুগ উদ্বোধিতা রহস্য-সাগরা,—
কে তুমি, কে তুমি বল ? নিঃস্ব-বিশ্বে পূর্ণ পরাৎপরা।

———

আনন্দময়ীর লীলা

অধ্যাপক মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধক সে। তার সাথে দেখা হয়েছিল হেমন্তের এক ম্লান গোধূলিতে।

চুপ করে আনমনে বসেছিলুম একলা আমার ঘরটিতে। দ্বার ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে। বস্‌ল সামনের খালি চেয়ারটার 'পরে। সৌম্য প্রশান্ত তার আনন। স্বপ্নালু চোখ দুটিতে রহস্যময় ঊর্ধ্বলোকের ছায়া। কেমন যেন একটা বিষাদের ভাব তার মুখে রয়েছে আজ।

জিজ্ঞাসুনেত্রে তার পানে তাকাতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভগ্নকণ্ঠে বল্লে, "অন্তরের অন্তস্তলে কৃপা করে যিনি দেখা দিলেন, জীবনে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলুম কই? কোন্ পাপে অহর্নিশ দর্শনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলুম আমি?"

আস্তে আস্তে মাথায় তার হাত বুলোতে বুলোতে, "কার কথা বলছ, ভাই?"

সজলনেত্রে বল্ল সে, "মা আনন্দময়ীর।"

উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলুম, "আনন্দময়ী মা? তাঁকে কোথায় দেখলে? কেমন করে দেখলে? কবে দেখলে?........."

সে বল্লে, "বছর কয়েক আগে নারায়ণদার সঙ্গে বালিগঞ্জে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়েছিলুম। নারায়ণদাকে চেনো তো? তিনি আমার মামাতো ভাই,—একজন উন্নত সাধক। সেই আত্মীয়ের বৈঠকখানা ঘরে বসে আমরা কথাবার্ত্তা বলছিলুম। হঠাৎ নারায়ণদা ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'মনোজ! মনোজ!' এক ভদ্রলোক পেছন ফিরে তাকালেন। নারায়ণদাকে দেখে ভারি খুসি হয়ে তিনি বল্লেন, "আরে, গোপাল যে! ওঃ আজ কতদিন পরে দেখা। স্কুলে আর কলেজে থাকতে দুজনে কতদিন একসঙ্গে সেই হিন্দুস্থানী বুড়োটার দোকানে চানাচুর খেতে যেতুম;—মনে আছে তো?"

হাসতে হাসতে নারায়ণদা বল্লেন, "খুব।"

এবার আমার দিকে তাকিয়ে মনোজবাবু গোপালদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে ?"

"আমার পিস্‌তুতো ভাই।"

মনোজবাবুকে প্রণাম করলুম আমি।

এ কথা সে কথার পর মনোজবাবু বল্লেন, "আমি দাদার বাড়ীতে উঠেছি। ওই তো সাম্‌নের বাড়ীটা। এস, এস"--বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই দুজনের দুটি হাত ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরটিতে।

খানিকক্ষণ বাদে ভারি একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘট্‌ল। নারায়ণদা দুড়ুম্‌ করে মনোজবাবুকে প্রশ্ন করে বসলেন, "আচ্ছা, তুমি কি মা আনন্দময়ীর ভক্ত ?"

চম্‌কে উঠে মনোজবাবু বল্লেন, "কি করে জানলে ?"

নারায়ণদা বল্লেন, "একটু আগেই মনের মধ্যে আমার বিদ্যুতের মত একটা thought খেলে গেল—এ আনন্দময়ী মার ভক্ত। তাই তোমাকে ও কথা জিজ্ঞেস করলুম।"

মনোজবাবু বল্লেন, "হ্যাঁ ভাই, তোমার চিন্তা সম্পূর্ণ সত্য। দিল্লী থেকে এখানে আমার আসার প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল মার সঙ্গে দেখা করা। এখন তিনি পুরীতে আছেন। ৩।৪ দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন কলকাতায়।"

"কেন জানিনা", সাধক বলে চল্‌ল "আনন্দময়ী আসছেন এ কথা শুনে হৃদয়ের গভীরে একটা অসহ্য ব্যাকুলতা অনুভব করলুম। দৃঢ় সঙ্কল্প করলুম তাঁকে দেখ্‌বই। অন্তরাত্মা বলে দিল উনি সাক্ষাৎ মহামায়া, পুরুষোত্তম স্বয়ং।

অধীরভাবে যোড়হাতে গোপালদা মনোজবাবুকে বল্লেন, "আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবে তো ?"

"নিশ্চয়ই।"

* * * *

চার দিন বাদে মনোজবাবু নারায়ণদা আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে মা

আনন্দময়ীর সন্ধানে একটি শিবালয়ে ও ২।৩ জন ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঘোরাঘুরি করলেন। খবর পাওয়া গেল মা কলকাতায় আজ পৌঁছেছেন। কিন্তু কোথায় উঠেছেন সঠিক কেউ বলতে পারল না। হাঁটাহাঁটির আর অন্ত ছিল না। অবশেষে মনোজবাবুর এক গুরুভাইয়ের কাছে খবর পাওয়া গেল মা উঠেছেন ২০ নং সর্দ্দার শঙ্কর রোডে, লেক মার্কেটের কাছেই বাড়ীটা। তীব্র আকুলতা নিয়ে ছুটে চল্লুম আমরা। বাড়ীটার সামনে এসেই বুঝলুম মা আছেন ওখানেই। মনোজবাবু আমাদের নিয়ে ছাতে উঠে এলেন।

ছাতটার চতুর্দিকে সতরঞ্চি বেছান। লোকে লোকারণ্য। উঁচু বেদীমত শাদা চাদরমোড়া একটা খাটের ওপরে মা আনন্দময়ী সমাসীনা। শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা তিনি। মাথার চুলগুলো বাঁধা এমন ভাবে জটাজুটধারী মহাদেব যেন। না না, যেন নয়। মূর্তিমান্ মহতোমহীয়ান্ মহেশ্বরই তিনি। সবেগে এগিয়ে গেলুম তাঁর কাছে, শ্রীচরণ স্পর্শ করে অন্তরের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জ্ঞাপনের মানসে। কিন্তু পাদপদ্ম যে বস্ত্রাবৃত। আকাঙ্ক্ষা তো পূর্ণ হল না। তবুও মাথা ঠেকিয়ে যখন প্রণাম করলুম, মনে হল সকল সত্তা মিলিয়ে গেল আমার তাঁর ঐ চরণতলে।

নারায়ণদা আর আমি মার খাটটা ঘেঁসে সতরঞ্চির ওপর বসে পড়লুম।

আনন্দের ঢেউ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে মা হাসছেন। সে হাসি সমস্ত আধারের হাসি; দেহ, মন, প্রাণ অন্তরাত্মার হাসি; সে হাসির অন্তরালে রয়েছে বিরাট প্রশান্তি, জমাট-বাঁধা আনন্দ। মন্ত্রমুগ্ধবৎ অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইলুম মার ঐ আনন্দময়ী মূর্তির দিকে।

ক্ষণে ক্ষণে কত ভাবই না তাঁতে খেলে যাচ্ছিল। কখনও মনে হল ইনিই গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁর কথা বলতে গিয়ে শ্রীভগবান বলেছেন—

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাঃ যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।

কখনও মনে হল ইনি অষ্টমবর্ষীয়া আনন্দবিহ্বলা বালিকা কখনও বা মনে হল ইনি বিশ্বজননী, কখনও বা মহেশ্বর, কখনও বা পুরুষোত্তম।

নারায়ণদা মাকে কি একটা প্রশ্ন করলেন। মা তার উত্তর দিলেন। আমিও সাহস করে তাঁকে প্রশ্ন করে বস্‌লুম,—"প্রশ্ন জাগে কখন?"

তৎক্ষণাৎ উত্তর পেলুম, "পথে চলতে চলতে। পথে না চললে প্রশ্ন জাগে না, পথের শেষে পৌঁছলেও জাগে না।"

জিজ্ঞেস করলুম, "লক্ষ্য স্থির হয় কখন?"

ঈষৎ হাস্য করে মা বল্লেন, "ভগবৎ কৃপা হয় যখন। সাধনার অনেকখানি পথ এগিয়ে গেলে তবে হয় লক্ষ্য স্থির।"

এর পর যে প্রশ্নটি করেছিলুম তার পেছনে একটা ইতিহাস আছে—একটা স্বপ্ন দেখেছিলুন। স্বপ্নটা কি জান? একজন ভক্তের হৃদয়ে আজ বড় ব্যথা। অন্তর তার মরুর মত শুষ্ক। কত চেষ্টা করছে সে কৃষ্ণের পানে মন ফেরাতে। চঞ্চল মন কিন্তু বারে বারে ছুটে চলে যায় সংসারের শত চিন্তার মাঝে। শূন্য হতাশায় চিত্ত তার উঠল ভরে। ··· ···

যমুনা পুলিন। রাধার দিকে মুখ করে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ বাজাচ্ছেন তাঁর মধুর বাঁশরী। অদ্ভুত ব্যাপার! সহস্র চেষ্টা করেও রাধার যে মন কৃষ্ণাভিমুখী হয় নি, এখন তা' আর কিছুতেই প্রয়োজনের জগতে নেমে আস্‌ছে না। কী সর্বনাশা আকর্ষণ না কৃষ্ণের বাঁশীর! অব্যক্ত আকুলতায় ভরে গেছে তার হৃদয়, অসীমের ঐ পাগল-করা টানে। কী আশ্চর্য! অনুভব করলুম রাধার হৃদয়ের ব্যথা আমারই অন্তরের ব্যথা, রাধার আকুলতা আমারই আকুলতা, রাধার ব্যর্থতা আমারই ব্যর্থতা; হৃদয়গুহার অধিবাসী আমার জীবাত্মা রাধা হ'তে অভিন্ন,—রাধাই সে।··· ···

স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে। হৃদয় আমার অসহ্য পুলকে উদ্বেলিত হল। মনে হল অন্তরের উন্মুক্ত বাতায়ন পথে নেমে এসেছে আধারে আমার প্রেমস্নিগ্ধ জ্যোতি। প্রেমের সাথীর কাছে নিবেদন করলুম, "ওগো অন্তর্যামী! যে জ্ঞান ছিল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির নাগালের বাইরে, তাকে করেছ অন্তরের মাঝে প্রকাশ। বুঝেছি সখা বুঝেছি, প্রেম তো তোমারই আকর্ষণ। অখিল বিশ্বের পতি তুমি, প্রতিটি জীব

রাধিকা তোমারই তো প্রকৃতি। তোমার মুরলী-ধ্বনি জীব যেদিন পায় শুনতে, সেদিনই সে হয় দীক্ষিত প্রেমের মোহন মন্ত্রে।"

কিন্তু, প্রেম যদি তাঁরই আকর্ষণ হয় তবে শাস্ত্রকার এ কথা বলেছেন কেন? —"সা পরানুরক্তি ঈশ্বরে" (ঈশ্বরের প্রতি জীবের পরমা অনুরক্তি বা আকর্ষণ।) এ দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় তবে? তাই মাকে প্রশ্ন করলুম, "আচ্ছা, প্রেম কি ঈশ্বরের আকর্ষণ?"

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব পেলুম, "আসল কথাটাই তাই। তিনি আকর্ষণ না করলে জীব তাঁর দিকে মুখ ফেরাবে কি করে? তবে জীবের দিক দিয়ে, জাগতিক ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা এও বলি যে প্রেম হ'ল ঈশ্বরের প্রতি জীবের ভালবাসা বা আকর্ষণ।"

মার এ কথা শুনে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়-সন্দেহ নিমেষে ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর ব্যথিত অন্তরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "মা, প্রাণে প্রাণে যে বুঝেছে বাসনাই তার শত্রু অথচ তার জাল থেকে মুক্ত হবার জন্যে যে শক্তি সামর্থ্যের দরকার তার অভাব সে বোধ করছে, সে কী করবে?"

প্রশান্ত কণ্ঠে মা বল্লেন, "তাকে সৎসঙ্গ করে যেতে হবে, সৎগ্রন্থ পাঠ চালিয়ে যেতে হবে, নিয়মিত সাধন ভজন করতে হবে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করে শত্রুকে অবশেষে পরাজিত করতে পারবে।"

মার বাণীর অতলস্পর্শী গাম্ভীর্য আমাকে হতবাক্ করেছিল। নিস্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ বসে ছিলুম। কী যে একটা প্রশান্তি অন্তরকে পূর্ণ করেছিল ভাষায় তা আমি ব্যক্ত করতে পারব না।

হঠাৎ নজর পড়ল মার সম্মুখে অবস্থিতা গভীর ধ্যাননিমগ্না বর্ষীয়সী এক মহিলার দিকে। মনে হল সমাধিজগৎ থেকে সবেমাত্র নেমে এসেছেন তিনি আমাদের এ পার্থিব জগতে,—এমনি চোখমুখের ভাব তাঁর। মা তাঁকে জড়িয়ে ধরে কত আদর করলেন, হাতের একটা ফুল সেই ভক্তিমতী মহিলার মাথার ওপর ফেলে দিলেন।

এর পর মধুর কণ্ঠে মা রাম-নাম গাইতে লাগলেন। সমবেত সুরে সকলকে তাঁর সঙ্গে গাইতেও বল্লেন। আমি তো লাজুক প্রকৃতি। তবুও মার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সেদিন গান করেছিলুম আমি।

*　　*　　*　　*

রাস্তায় মনোজবাবু নারায়ণদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগল ?"

গাঢ়স্বরে নারায়ণদা জবাব দিলেন, "একটা অপূর্ব অনুভূতি হয়েছে আমার। স্পষ্ট বোধ করলুম মা সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। শুধু তাই নয়। একবার তাঁকে মনে হল ছোট্ট একটি বালিকা, পরক্ষণে তিনি যেন পুরুষ হয়ে গেলেন। একবার মনে হল বিশাল হিমালয়ের মত গম্ভীর, পরক্ষণেই বোধ হল আনন্দের প্রস্রবণ, হাসির ফোয়ারা তিনি।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে মনোজবাবু বল্লেন, "আর, তোমার লাগল কেমন ?"

উত্তর দিতে গেলুম, কথা সরল না, হৃদয় আমার কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনোজবাবু আমাকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

*　　*　　*　　*

বাসায় পৌঁছে সোজা ছাতের ওপরকার ছোট ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলুম। অনর্গল অশ্রুধারা বয়ে যেতে লাগল। হৃদয়ের মধ্যে কি যে অসহ্য বেদনা বোধ করতে লাগলুম, তা কি করে বলব তোমায়। সেই যে পরমহংসদেব বলেছিলেন বুকের ভিতর কে যেন ভিজে গামছা নিংড়োচ্ছে, আমারও বোধ হয় তাই হয়েছিল। শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার মত অধমের প্রতি মার অপার করুণা ক্ষণে ক্ষণে বিহ্বল করে তুলেছিল আমায়। আর সেই সঙ্গে অনুক্ষণ হৃদয়কেন্দ্রে মার দর্শন লাভ করে আপনাকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করছিলুম। মনে হচ্ছিল—ওঃ! আমার কী ভাগ্য, কী ভাগ্য আমার! এমন কী পুণ্য করেছি যে মার অযাচিত প্রসাদ শিরোপরি বর্ষিত হচ্ছে। কতক্ষণ বা

কতদিন যে এ দর্শন ছিল, ঠিক মনে নেই। ২।৩ দিনও হতে পারে। শেষকালে শরীর, মন, প্রাণ অবসন্ন হয়ে পড়ল। আধার যে শুদ্ধ নয়, তাই তাঁর দর্শন সহ্য করতে পারলুম না। কাতরভাবে মাকে বল্লুম,—'এবার এস তুমি মা, তোমার পুণ্য পরশ ক্ষুদ্র আধার আমার আর যে ধারণ করতে পারছে না।' ধীরে ধীরে অন্তর থেকে অন্তর্হিত হলেন মা আনন্দময়ী!"

* * * *

চুপ করে বসে রইল সে। দেখলুম চোখের জলে গায়ের র‍্যাপারটা ভিজে গেছে। মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলুম "আর কি মার সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার ?"

ভগ্নকণ্ঠে সে উত্তর দিল, "না। তবে স্বপ্নে তাঁকে আরও ২ বার দেখেছি।"

সোৎসাহে বল্লুম, "কী রকম ?"

"বছর দুই হবে। স্বপ্ন দেখছি. আমি একটা প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ীর ছাতের ঘরে ২।৩ বছরের শিশু হয়ে মার কাছে কাছে ঘুরছি। ঘরের জানলার কাছে আমার হাত ধরে মা আমাকে কত কি কথাই বলছেন স্নেহভরে। তারপর দেখলুম শিশু—আমি তাঁর কোলে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে রয়েছি। আমার মুখের পরে তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি নিবদ্ধ। কত আদর, কত যত্ন মা করছেন; সে প্রেম, সে ভালবাসার তুলনা কোথায় ?"

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। প্রকৃতিস্থ হলে মৃদুস্বরে বল্লুম, "আর দ্বিতীয় স্বপ্নটি কী দেখেছিলে ?"

প্রশান্তস্বরে সে বল্লে, "সেটা বেশী দিনের কথা নয়। তারিখটা বেশ মনে আছে, ৫-৯-৫২। দেখলুম স্থিরভাবে বসে রয়েছেন মা। তাঁর কাছে নিবেদন করছি আমার অসামর্থ্যের বেদনা। মা বল্লেন, 'দেখ, personal effort (পুরুষাকার) দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়। তোর সিদ্ধির এখনও দেরী আছে। তবে—হবার ৭ মাস বাদে তোর একটা বড় অনুভূতি হবে।'

আকুল হয়ে পা দুটি তাঁর ধরে বল্লুম, "কৃপা করে মুক্ত আমাকে করে দিতেই হবে। তুমি তো সর্বশক্তিময়ী।"

মা বল্লেন, "আচ্ছা, আমি যদি সর্বশক্তিময়ী হই, তাহলে তোকে মুক্ত করে দেব।"

মার ঐ জবাবটার অর্থ নিয়ে অনেকক্ষণ মাথা ঘামালুম। হঠাৎ তার গভীর তাৎপর্য flash করে উঠলো।

অত্যন্ত উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী?"

হেসে বল্লে সে, "মার রঙ্গ দেখো তো! আরে আমার যদি বিশ্বাসই হয়ে যায় তিনি সর্বশক্তিময়ী, সেই বিশ্বাসই তো আমাকে মুক্ত করে দেবে, তাঁর কৃতিত্ব তবে রইল কোথায়?"

"অন্তর সন্ন্যাসই ত সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী হওয়া খুব ভাগ্যের কথা, আনন্দের কথা। সর্ব্বত্যাগ, সন্ন্যাস মানে সর্ব্বনাশ। নাশ ভাবও যে নাশ হইয়া যায়।"

"মা"

আনন্দম্

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

(১)

কতোখানি ভালবাসি
এ-কথা শুধাও যদি
কতোখানি বেগ স্রোতে
তাহা তো জানেনা নদী

কহিনা কাহারো কাছে
মনে যেন হয় আছে
যা আছে ফুরাবে না সে
বহে যদি নিরবধি।

খুঁজিলে বুকের মাঝে
কিছু না খুঁজিয়া পাই
যারে দিয়ে বুকভরা
সে যে কোনোখানে নাই

জানিনা এ কোন্ আশা
কোন্ গভীরের ভাষা
সাগরের টান এলে
কেমনে পরাণ রোধি।

(২)

ভেঙেছে তোমার শাখা
ছিঁড়েছে তোমার ফুল
তবু রেখো, মনে রেখো
এখনো রয়েছে মূল।

গভীর মাটির তল
সঞ্চিত যেথা জল
যেখানে উৎস মুখ
হয়নি সেখানে ভুল।

মাটীর জীর্ণ-ঘর
পলকে ভাঙিয়া যায়
যে-মাটিতে নির্ভর
সে-মাটি নাহি ঘুমায়

অনন্ত নিশিদিন
জাগে সে তন্দ্রাহীন
গড়ে সে শতেক বার
জীবনের ভাঙা কুল।

জীবনের লক্ষ্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি? জীবাত্মা অনাদিকাল হইতে প্রকৃতির প্রবাহে শৈবালের ন্যায় অণুরূপে বিভিন্ন প্রকার দেহের মধ্য দিয়া কালের গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে। জানে না কোন্ স্থানে উপনীত হইলে এই অবিশ্রান্ত প্রবাহ নিবৃত্ত হইবে এবং সাগর সঙ্গমে নদী যেমন কৃতার্থ হয় তেমনি মানবের আত্মা নিজের পরম কাম্য বস্তু লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য শান্তিলাভ করিবে। নানা সম্প্রদায়ে নানা ভাবে এই লক্ষ্যের নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা হইয়াছে এবং এই চেষ্টার ফলে দার্শনিক সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে যে এই সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটিই ভ্রান্ত নহে, তবে ইহা সত্য যে চরম সিদ্ধান্ত কখনও এক ভিন্ন দুই হয় না।

জ্ঞান প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, এবং অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে ভ্রম নিরসন ও হয় না। কিন্তু এই জ্ঞান প্রাপ্তি প্রসঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপ গত ভেদটিও জানিয়া লওয়া আবশ্যক। যে জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম তাহার সহিত আমরা অল্প বিস্তর আংশিকরূপে পরিচিত আছি। সেই জ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধির ধর্ম্ম অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও মূলে এমন একটি অজ্ঞান থাকিয়া যায় যাহা নিবৃত্ত না হইলে জীবনের প্রকৃত কল্যাণ আবির্ভূত হইতে পারে না। আকাশে মেঘ থাকিলে মেঘের অন্তরালস্থিত সূর্য্যবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য্য উদিত হওয়ার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে মেঘের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের দর্শন হয় এবং তাহার কিরণ ও তাপ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু গভীর রাত্রিতে যখন আকাশে সূর্য্যের প্রকাশ থাকে না তখন আকাশে মেঘ থাকিলে এবং ঐ মেঘকে অপসারিত

করিলে যে সূর্য্যবিম্ব দৃষ্টিগোচর হইবে তাহা বলা চলে না। ঠিক সেই প্রকার বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটিয়া গেলেও হৃদয়ে অন্ধকার থাকেই যদি তাহার পূর্ব্বে হৃদয় হইতে মূল অজ্ঞানটি নিবৃত্ত না হইয়া থাকে। এইজন্য আগমিক যোগিগণ বলেন যে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্তির মূল্য তত অধিক নহে যতটা পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তির মূল্য। অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাস্তবিক পক্ষে বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তির প্রশ্নই উঠে না। আত্মা প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ দেহ পরিগ্রহ করিলে ঐ দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার একটি কৃত্রিম আমিত্ববোধ ফুটিয়া উঠে। এই আমিত্ব বোধের আধার বুদ্ধিতত্ত্ব। এই বুদ্ধিতে যে অজ্ঞান ধর্ম্মরূপে ভাসমান হয় তাহাই বৌদ্ধ অজ্ঞান এবং ইহাতে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহাই বৌদ্ধ জ্ঞান। কিন্তু ইহার মূল্য কতটুকু? যে অজ্ঞানের প্রভাবে আত্মা মায়ায় অধীন হইয়া দেহ গ্রহণে বাধ্য হয় সেই অজ্ঞান নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার স্বভাবসিদ্ধ শিবস্বরূপ ধর্ম্ম. অভিব্যক্ত হইতে পারে না। সেই মূল অজ্ঞানটিকে পৌরুষ অজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য যাহা অত্যন্ত আবশ্যক তাহা কর্ম্ম নহে, জ্ঞানও নহে, এবং এমন কি ভক্তিও নহে। কারণ এই সকল উপায় রূপে পরিগণিত হইলেও বুদ্ধির ব্যাপার। বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে দূর করিবার সামর্থ্য ইহাদের মধ্যে কোনটিরই নাই। এইজন্য মানবের জীবনের পরম আদর্শ কখনও সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধ হইতে পারে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানবের আত্মা হইতে ঐ মূল অজ্ঞানটি তিরোহিত না হয়। ঐ মূল অজ্ঞানটি আর কিছুই নহে উহা আত্মার স্বেচ্ছায় পরিগৃহীত সঙ্কোচ। বস্তুতঃ শিবরূপী আত্মা সর্ব্বপ্রকারে সঙ্কোচ রহিত—উহাতে কালগত সঙ্কোচ নাই বলিয়া উহা নিত্য, দেশগত সঙ্কোচ নাই বলিয়া উহা বিভু বা ব্যাপক, ক্রিয়াগত সঙ্কোচ নাই বলিয়া উহা সর্ব্বকর্ত্তা, জ্ঞানগত সঙ্কোচ নাই বলিয়া উহা সর্ব্বজ্ঞ এবং আনন্দগত সঙ্কোচ নাই বলিয়া উহা নিত্যতৃপ্ত। ইহাই আত্মার শিবস্বভাব। কিন্তু যখন লীলাচ্ছলে স্বেচ্ছাক্রমে আত্মা নিজেকে সঙ্কুচিত করেন ও অভিনয়ের জন্য জীবভাব গ্রহণ করেন তখন তাঁহার স্বাভাবিক সকল ধর্ম্মই

সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়। তখন এই পরিচ্ছিন্ন শক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র আত্মা মায়ার অধীন হইয়া কর্ত্তা সাজে, অর্থাৎ কর্ম্মজগতে প্রবেশ লাভ করে এবং কর্ম্ম করা ও কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করা এই উভয় ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তর বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করে ও ত্যাগ করে। তাহার সংসার-চক্রে পরিভ্রমণের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। দেহসম্পন্ন আত্মার অভিমানের সামগ্রীর মধ্যে বুদ্ধি একটি প্রধান অবয়ব। জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই ইহার ধর্ম্ম। বৌদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটিয়া যায় ইহা সত্য, কিন্তু ইহা ত অনেক নীচের কথা, ইহা দ্বারা ত মূল অজ্ঞান কাটিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অতএব সর্ব্বপ্রথম যাহাতে মূল অজ্ঞান কাটিয়া যায় তাহাই বিবেচনার বিষয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অজ্ঞান কাটাইবার পথে কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কিছুরই তেমন উপযোগিতা নাই, কারণ এ সব মূলকে স্পর্শ করে না। একমাত্র ভগবানের কৃপাশক্তি দ্বারাই এই মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে, অন্য উপায়ে নহে। ভগবৎ-কৃপা স্বভাবসিদ্ধ এবং অহেতুক হইলেও আধারের যোগ্যতা অনুসারে উহা উহাতে কার্য্যক্ষমরূপে প্রতিফলিত হয়। কৃপা নিত্য হইলেও জীবাত্মার মূল আবরণ-রূপ মল যতক্ষণ পরিপক্ক না হয় ততক্ষণ কৃপা তাহাতে সঞ্চারিত হইতে পারে না। কিন্তু মল পরিপক্ক হইলে উহা মলপাকের তারতম্য অনুসারে সঞ্চারিত না হইয়া পারে না। যাহাকে লৌকিক জগতে দীক্ষা বলে তাহা ইহারই ফল। এই দীক্ষা স্থূলও হইতে পারে, সূক্ষ্মও হইতে পারে, কিন্তু ইহা একান্ত আবশ্যক। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনার মূল্য তত বেশী হয় না। কারণ সাধনা বুদ্ধির ব্যাপার। সাধনা অথবা উপাসনাদির ফলে বৌদ্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। তখন সেই মুক্ত হৃদয়ে গুরুকৃপার অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। বলা বাহুল্য, এই অনুভবের রূপ নিজেকে শিবরূপে বোধ করা। এই অনুভব অমূলক নহে, কারণ শিবত্বের আবরণরূপী মল নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বরূপটি প্রকাশিত হয় তাহা বৌদ্ধজ্ঞানজনিত বৌদ্ধ অজ্ঞান-নিবৃত্তির পরে হৃদয়ে

প্রতিফলিত হইয়া উঠে। ইহাই জীবন্মুক্তির সূচনা ও মানব জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। দেহান্তে বুদ্ধিরূপী ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে আত্মা শিবরূপে বিরাজমান হয়, বুদ্ধির প্রশ্ন তখন আর থাকে না। এই প্রাপ্তি কোন অভিনব বস্তুর প্রাপ্তি নহে। আত্মা যে স্বয়ং শিবরূপী তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। বিস্মৃতির অপগম হইলে স্মৃতির পুনরুদয় বশতঃ আত্মা শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই তাহার পরম লাভ। ইহা না পাইলে শুধু কৈবল্য অবস্থায় স্থিত হইয়া কর্ম্মের অতীত হইলেও পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না বলিয়া পূর্ণত্ব লাভ বাকী থাকে যায়। কালান্তরে ঐ মলটুকু দূর করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার নিজ স্বরূপভূত শিবত্ব অপ্রাপ্ত থাকিয়া যায়।

"লে আও কেলা পাত্তা" *

শ্রীঅনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৫৫ সাল। মায়ের উপস্থিতিতে বালিগঞ্জে দুর্গোৎসব। কলিকাতা শহরে ধুমধাম ক'রে অসংখ্য জায়গাতে দুর্গাপূজা হচ্ছে। তার মধ্যে আমাদের প্যাণ্ডেলটি তিনটি বিষয়ে অদ্বিতীয়—উচ্চতা, আয়তন এবং গভীরতা। উচ্চতার দর্পে সে বহুদূর থেকে সহস্র সহস্র মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; আয়তনের গুণে শত শত মানুষকে স্বচ্ছন্দে আশ্রয় দিতে পারে; আর, গভীরতার জন্য রাজপথ-থেকে-গড়িয়ে-আসা বৃষ্টির জলকে আকর্ষণ-ও করতে পারে, "নির্নিকাশ" আশ্রয়-ও দিতে পারে।

সেদিন ষষ্ঠীপূজা। ফর্দ্দ-মতন বাজার করা হয়েছে। সব জিনিসপত্র পরিদর্শন ক'রে সহসা মা বললেন যে কলাপাতা আর-ও অনেক লাগবে। মা এমন কথা বললেন কেন? কলাপাতা তো যথেষ্ট আনা হয়েছে! কোনও বছরেই তো দুর্গোৎসবে এর চেয়ে বেশী কলাপাতা লাগে না! তবে কি ভাণ্ডারা হবে? কে জানে? মায়ের খেয়াল তো! বিনা বাক্যব্যয়ে স্তূপীকৃত কলাপাতা আনা হ'ল। তার পরে দেখা গেল মায়ের চোখে মুখে একটি অপূর্ব্ব প্রসন্নভাব ফুটে উঠেছে। আচ্ছা, কলাপাতা কী এমন অপূর্ব্ব-বস্তু যা'র জন্য মায়ের এতো আগ্রহ! এই সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে মহামূল্য কতো আর্টের জিনিষ রয়েছে, তার দিকে মা একবার ফিরে-ও তাকালেন না; অথচ সামান্য কলাপাতা দেখে মায়ের খুশী-খুশী ভাব! মায়ের খেয়ালের কারণ বোঝা অসম্ভব। হয়তো বা এমন-ও হতে পারে সবটাই আমাদের মন-গড়া কল্পনা। বাস্তবিক কলাপাতার জন্য মা খুশী-ও নয়, অ-খুশী-ও নয়।

---

* "মাকে-নিয়ে—আবোল-তাবোল সমিতি"-র সমবেত অনুভূতি অবলম্বনে।

সে-বারে পূজা হয়েছিল কার্ত্তিক মাসে। হেমন্তকালে কলকাতাতে সাধারণতঃ বর্ষা হবার কথা নয়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা সুরু হ'ল মুষলধারে অবিশ্রান্ত বর্ষণ—যেন শ্রাবণমাসের চেরাপুঞ্জী। সারা রাত বৃষ্টির পরে মহাসপ্তমীর সকাল বেলা দেখা গেল—রাজপথ-নর্দ্দমা-ফুটপাথ-প্যাণ্ডেল সব একাকার হয়ে জল থৈ থৈ করছে; "সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক" অবস্থা। মায়ের কি এবারে নৌকাতে আগমন?

প্যাণ্ডেলের পূর্ব্বপ্রান্তে দ্বীপের মতন জেগে রয়েছে ইট-দিয়ে-গড়া পূজামণ্ডপ, আর তার উপরে দক্ষিণ-কলিকাতা-কেঁচো-সম্প্রদায়ের মহাসম্মিলনী। এই সরীসৃপ-সংকুল পূজামণ্ডপে কোথায় থাকবে পূজার উপকরণ, নৈবেদ্য; কোথায় বসবেন পুরোহিত, তন্ত্রধারক; কোথায় পাতা হবে মায়ের আসন? সকলে তো হতবাক্। উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন অশ্রুসিক্ত রুদ্ধকণ্ঠে গান ধরলেন—

"যে ভাল করেছো কালী আর ভাল-তে কাজ নাই।"

মা হাসতে লাগলেন। সে-হাসির অর্থ বুঝি বা এই :—"আর ভাল-তে কাজ নাই বলছিস্ কি? কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ সে-জ্ঞান কি তোদের আছে? মজা লাগিয়ে দিয়ে আমি হাসছি, আর দেখছি তোরা কী করিস্।"

মায়ের কাছ থেকে নির্দ্দেশ পাওয়া গেল যে সেই স্তূপীকৃত কলাপাতা সদ্ব্যবহার করবার সময় এসেছে—মঙ্গলকাজেই কলাগাছ লাগে, আপাততঃ কলাপাতা দিয়ে কেঁচো ঢাকতে হবে। নিমেষের মধ্যে পূজামণ্ডপের রূপান্তর ঘটলো। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কলাপাতার আস্তরণে একটি অখণ্ড-পরিব্যাপ্ত শ্যামল-শোভা ফুটে উঠল। সেই সুবিস্তীর্ণ শ্যামলিমার পূর্ব্বপ্রান্তে দশভুজা দুর্গাপ্রতিমা—মায়ের রঙ আতসী ফুলের মতন; তার পশ্চিম প্রান্তে আমাদের আনন্দময়ী মা—মায়ের অঙ্গের কান্তিতে দিব্য বিভা।

বহির্বিশ্বে তখনো চলেছে জল-ঝড়ের প্রলয় লীলা। অবনী কম্পমান। মা বললেন, আপন মনে,—আর-ও বৃষ্টি, আর-ও বৃষ্টি। হ'ল-ও তাই—আর-ও বৃষ্টি, আর-ও বৃষ্টি। সে-বৃষ্টির বিরাম নেই। পর্য্যবসানের কোনও লক্ষণ নেই। আমাদের মনে আশঙ্কা হয়েছিল অসময়ের এই দারুণ দুর্যোগে বুঝি বা শারদীয়া

পূজার সব আয়োজন বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। অবশেষে মা হাসলেন। বর্ষা থামলো; নীল আকাশ দেখা দিল; সূর্য্য হাসলেন। দুর্গাপূজা সুশৃঙ্খলায় সুসম্পন্ন হয়ে গেল। মা স্বয়ং বললেন "মা পূজা গ্রহণ করেছেন।"

"মাকে-নিয়ে—আবোল-তাবোল সমিতি"-র এক বিশেষ অধিবেশন। প্রসঙ্গ—পূজামণ্ডপের কলাপাতা।

প্রথম বন্ধু—দেখলে! মা কি রকম আগে থেকে কলাপাতা ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। কেঁচো ঢাকতে কলাপাতা!* এমন লীলা কেউ কখনো দেখেছে!

দ্বিতীয় বন্ধু—এই যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, এর মধ্যে কতো বড়ো একটা রহস্যাবৃত রূপক রয়েছে তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করি, শোন। ঐ মেরুদণ্ডহীন কেঁচোগুলি হচ্ছে জীবের মনের পঙ্কিল সংস্কারের প্রতীক। পূজামণ্ডপটি হল আমাদের জীবনের রঙ্গমঞ্চের প্রতীক। জীবনের ভূমিতে যখন পঙ্কিল সংস্কারের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখনই প্রয়োজন হয় সমগ্র জীবনব্যাপী একটি আশ্রয়, যেমন নাম। কলাপাতার মণ্ডপ-ব্যাপী আস্তরণটি নামরূপী জীবন-ব্যাপী আশ্রয়ের প্রতীক।

তৃতীয় বন্ধু—ভাই, আমি মূর্খ মানুষ। তুমি সহজ কথা-ও এতো জটিল করে বলো যে আমার মাথা গুলিয়ে যায়। নামীর প্রতীক যে নাম একথা অনেকের মুখে শুনেছি। তুমি আবার আর এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছ—তুমি বলছো নামীর প্রতীক নাম; এবং নামের প্রতীক কলাপাতা। স্বয়ং মাকে আমরা পেয়েছি—প্রতীকের প্রতীক নিয়ে এতো মাথা ঘামাই কেন?

দ্বিতীয় বন্ধু—প্রতীক-তত্ত্বটি ভাল রকম আয়ত্ত না হ'লে সেই পরম তত্ত্ব পূর্ণব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব ধারণার মধ্যে আসবে না। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম সমগ্র-পূজামণ্ডপ-ব্যাপী ঐ কলাপাতা কিসের প্রতীক? সেই, যাঁর

---

* মাকে এই লেখাটি শোনানো হয়েছিল। মায়ের কথায় বোঝা গেল যে কেঁচোগুলি কলাপাতা ফুঁড়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টাও করেনি; নীচের দিকে গর্ত্ত খুঁড়ে মাটির ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল; তারা রেখে গিয়েছিল শুধু গুঁড়ো গুঁড়ো মাটি। নৈবেদ্য বা পূজার উপকরণের সঙ্গে কেঁচোর কোনও সংস্পর্শ ঘটেনি।

সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষি বলেছেন "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং।" এ-বিষয়ে পুরাণ এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ থেকে-ও ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখানো যায়।

তৃতীয় বন্ধু—আচ্ছা! তুমি কি অং বং ছাড়া কথা বলতে পার না? বলেছি তো আমি মুর্খ-মানুষ; ঐ সব সংস্কৃত বুলি বুঝতে পারি না। মাকে ভালবাসি, মায়ের নাম করতে ভাল লাগে। এসো, বরং এক সঙ্গে মা-নাম কীর্ত্তন করা যাক।

দ্বিতীয় বন্ধু—(তৃতীয় বন্ধুর প্রস্তাবে কর্ণপাত না ক'রে) ছাখো! মূর্ত্তি যেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতীক, নাম তেমনি শ্রুতিগ্রাহ্য প্রতীক। নামরূপের পারে যেতে হলে তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন। সেইজন্যই প্রতীকতত্ত্বের সার্থকতা। এ বিষয়ে তিন রকম মতবাদ আছে, তার মধ্যে.........

তৃতীয় বন্ধু—(দ্বিতীয় বন্ধুকে বাধা দিয়া) এতো মতবাদ নিয়ে কি হবে? বরং কেউ যদি মায়ের লীলা শোনাতে পার, তাহলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়।

চতুর্থ বন্ধু—সত্যি ভাই, আমারও মতবাদ জানবার আগ্রহ নেই, আমার কাছে মায়ের লীলা নামের চেয়ে-ও যেন বেশী মিষ্টি লাগে।

পঞ্চম বন্ধু—আমার ভাই, তত্ত্ব বোঝবার মতন বিদ্যে নেই; নাম করবার মতন গলা নেই। মায়ের লীলা দেখতে ভালবাসি, শুনতে ভালবাসি, বলতে ভালবাসি, লিখতে ভালবাসি। পূজামণ্ডপের ঐ কলাপাতা নিয়ে মায়ের একটি মধুর লীলা আমি দেখেছি। শুনবে?

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ বন্ধু—বলো ভাই, বলো!

পঞ্চম বন্ধু—কালীপূজা উপলক্ষে মা তখন রাঁচির আশ্রমে। একদিন সন্ধ্যাবেলা মা শয়নমন্দিরে খাটের উপরে বসে বিশ্রাম করছেন। ঘরটি ছোট্ট। মেঝেতে কার্পেটের উপরে বসে রয়েছেন পাঁচ ছয় জন মাতৃ-সন্তান। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন কোনও প্রোগ্রাম ছিল না ব'লে মাকে একান্তে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। মায়ের "বাবা-"রা কেউ সে-ঘরে ছিলেন না। মায়ের ভাবটি এতো "ফ্রী", যে নিজের শ্রীচরণ দু'খানিকে চাদর দিয়ে ঢাকবার মুহুর্মুহু চেষ্টাও নেই। মা একটানা

কথা বলে যাচ্ছেন—নিছক ঘরোয়া কথাবার্ত্তা। পাঁচ-কথার মধ্যে উঠলো কলকাতার দুর্গোৎসবের কথা। মা হাসিমুখে, অনুপম ভঙ্গিতে অনর্গল ভাষায় বর্ণনা করে-ই যাচ্ছেন। বিষয়—সেই বর্ষাপ্লাবিত প্যাণ্ডেল আর সেই সরীসৃপ-সংকুল পূজামণ্ডপ। সেই দুর্যোগে কলাপাতার সাহায্যে আমাদের কি রকম লজ্জা নিবারণ হয়েছিল সেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে, মা বিশেষ ক'রে বললেন বিদেশী অতিথিদের কথা। যারা বঙ্গদেশের দুর্গোৎসব এইবার প্রথম দেখল তারা হয়তো বা মনে ক'রে থাকবে যে পূজামণ্ডপে কলাপাতা বিছিয়ে দেওয়া দুর্গাপূজার একটি অঙ্গ। আর-ও রস দিয়ে মা বলতে লাগলেন তা'রা হয়তো ভেবেছে মা যখন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কলাপাতার ব্যবস্থা করেছেন, তখন নিশ্চয় এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তাদের দেশে যদি দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়, তাহলে তারা কি করবে? মা বললেন—তারা হয়তো বলবে "লে আও কেলা পাত্তা।" অর্থাৎ "আনো কলাপাতা!"

মায়ের কথা শুনে সকলে হাসলো। কিছুক্ষণ পরে সকলের হাসি শেষ হ'ল। কিন্তু মায়ের হাসির শেষ নেই। মায়ের হাসি অকারণ। মায়ের হাসি অবারণ। সে হাসি গোমুখী ধারার মতন অজস্র, উচ্ছল, অনবদ্য। সে-হাসির লহর লীলায় রাঁচির আশ্রমটি ছন্দিত, স্পন্দিত হয়ে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে মৌনের ঘণ্টা পড়লো। সেদিনের সেই নীরব সন্ধ্যায়, রাঁচি-আশ্রমের নির্জ্জন, অন্ধকার শয়ন মন্দিরটি মায়ের সেই হাসির স্পন্দনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। মৌনান্তে আবার ঘণ্টা পড়লো। তখন মায়ের মুখের অট্টহাস্য থেমে গেছে; কিন্তু মায়ের ওষ্ঠ ধরে সেই অনুপম মধুর হাসিটি লেগে-ই রয়েছে। জয় মা।

কিষণপুর আশ্রমে শিবপ্রতিষ্ঠা

শ্রীরণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইং ১৯৪৩ সাল, যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল, সে সময় পূজার ছুটিতে আমরা মুসৌরী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তখন দেরাদুন হইয়া সোজা গিয়াছি আর ফিরিয়াছি. ভাল করিয়া কিছু দেখিবার বা অনুভব করিবার অবকাশ পাই নাই।

দেহ্‌রাদূন অর্থাৎ দ্রোণভূমি। পুরাকালে এই স্থানে দ্রোণাচার্য্যের আশ্রম ছিল, আর এইখানেই তিনি পাণ্ডু ও কুরুপুত্রদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিতেন। কাজেই হাজার হাজার বৎসর কাটিবার পর ইংরেজ সরকার যে এই স্থলেই যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

দেরাদূন সহর হইতে রাজপুরের ভিতর দিয়া মুসৌরীর দিকে যে পুরাতন পাকদণ্ডী চলিয়া গিয়াছে, সেই ৩০০০-৩৫০০ ফিট উচ্চ সমতলভূমি হিমালয় ও শিবলিঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যভাগে বিস্তৃত। এই পুণ্যভূমিতে পুরাকালে নিশ্চয়ই বহু মনোরম তপোবন ও আশ্রম বিরাজ করিত। কল্যাণ বনে অদ্যাবধি প্রভাতে অথবা সন্ধ্যায় নিভৃতে বসিলেই এই সত্যের অনুভূতি হয়।

১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যে বহুবার দেরাদুন মুসৌরী বেড়াইয়া গিয়াছি। রাজপুর রোড হইতে যেখানে নূতন মুসৌরী রোড বাহির হইয়াছে, সেই স্থানটি যতবার অতিক্রম করিয়াছি, ততবারই মনে হইয়াছে, কর্ম্মজীবনের অবসর হইলে এই জায়গায় বাস করিলে মন্দ হয় না।

আরও একটি কারণ ছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব রুড়কী হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করিয়াছিলেন, এবং দূন উপত্যকার পর্ব্বতে জঙ্গলে জরীপের কাজে বহুবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার দেরাদুনে বসবাস করিতে বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই।

ভবানীর সাত বৎসর বয়স হইতেই শিবপূজায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৯৫১ সালে বম্বেতে থাকিবার সময় হইতে সে শিবমন্দির সংক্রান্ত নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিল। বিশেষ করিয়া বৃহৎ বাণলিঙ্গের মূর্ত্তি সে প্রায়ই দর্শন করিত। একদিন ভবানী স্পষ্টই দেখিল, যেন দুইটি সুউচ্চ মন্দির পাশাপাশি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, একটিতে দেব ও অপরটিতে দেবীমূর্ত্তি, দুই মন্দিরেরই দ্বার রুদ্ধ, কিছু দূরে অপর একটি গোলাকৃতি ক্ষুদ্রতর মন্দির রহিয়াছে। তাহার ভিতর সাপের সহিত শিব বিদ্যমান আছেন।

ছোট হইতেই ভবানী শ্রীশ্রীমায়ের অত্যন্ত অনুগত। মার নিকট প্রায়ই সে শিবভিক্ষা করিত। বম্বে হইতে ১৯৫২ সালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে ভবানী স্বপ্নের বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়া মার নিকটে যাইবার আবেদন করিয়া পত্র লেখে। তাহার পর মার নিকট কাশীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বিশ্বনাথ দর্শন করে। কিন্তু সে মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মনের আকাজ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। নিজের বাণলিঙ্গ পাইবার ইচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠে। মাকে এই সময় মন্দিরসংক্রান্ত প্রশ্ন করিলে মা বলিয়াছিলেন, "এখনও তোর মন্দিরের সময় হয় নি।"

১৯৫৪ সালে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে ভবানী পুনরায় মার নিকট কাশীর আশ্রমে যায়। সে সময় আশ্রমে নর্ম্মদা হইতে আনীত বহু বাণলিঙ্গ শিব বিরাজ করিতেছিলেন। কাশীতে উপস্থিত হইয়া ভবানী শিব ভিক্ষা করিলে মা আদেশ করেন যেন তাহাকে একটি বাণলিঙ্গ প্রদান করিবার সব ব্যবস্থা ঠিকমত করিয়া দেওয়া হয়।

মার আদেশক্রমে কাশীর আশ্রমে গুরুপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে নারায়ণ স্বামীজী ভবানীর জন্য বাণলিঙ্গের বিচার করিয়া দিলেন। চালের সহিত ওজন করিয়া প্রমাণ হইল যে লিঙ্গটি আকারে বড় হইলেও ওজনে কম, অতএব গৃহস্থ গৃহে বাসের উপযোগী বলিয়া সেই বাণলিঙ্গই ভবানীর জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন। তখন শ্রীমার ঘরে রূপার থালায় রূপার জলপাত্র হইতে ঝারি দিয়া শিবের স্নানাভিষেক হইল। মা বার বার ভবানীকে বলিলেন, "বড় ঐশ্বর্য্যবান্ শিব ইনি।" দিদি, স্বামীজি,

নারায়ণ স্বামীজি প্রভৃতি সকলে মিলিয়া মার সম্মুখে হর হর ব্যোম ব্যোম শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিয়া বাণলিঙ্গ গৌরীপীঠসমেত ভবানীকে অর্পন করিলেন। ভবানীর নিকট সে এক অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত।

পরে ভবানী আমাকে বলিয়াছিল যে মা এই সময় একাধিকবার আমার স্বর্গীয় পিতার নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বোধ হয় পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত তখন মার কোনও সংযোগ হইয়াছিল।

এই অনুষ্ঠানের পর মা ভবানীকে তাঁহার সহিত দেবাদূন যাইতে বলিলেন। ভবানীর সঙ্গে আমার জাঠতুত দিদিও কাশী গিয়াছিলেন। দুই জনই মার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বাণলিঙ্গ কাশীর আশ্রমেই অন্নপূর্ণার মন্দিরে রহিয়া গেলেন। পথিমধ্যে ট্রেনে মা ভবানীকে শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন এবং মন্দিরে বাণলিঙ্গ স্থাপনা করিবার কথাও উল্লেখ করিলেন। দেরাদূনের পথে মা সহসা সকলকে লইয়া হরিদ্বারে নামিয়া গেলেন। সকলেরই হরিদ্বার মহাতীর্থে সোলনরাজের ধর্ম্মশালায় তিনরাত্রি কাটিল।

সোলনরাজের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ভবানী অপূর্ব্ব পঞ্চানন মূর্ত্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিন বৎসর পূর্ব্বে আর একটি স্বপ্নে-দেখা শিবমূর্ত্তি চিনিতে পারিল। ওই মন্দিরেই সেদিন বিশেষ শিবপূজার অনুষ্ঠান হইল, মা পূজার সময় নিজেই বসিয়া রহিলেন।

পর দিবস মা সকলকে লইয়া সপ্তধারা দেখাইলেন, এবং সপ্তর্ষি আশ্রমে গমন করিলেন। সেইখানে পৌঁছিয়া শ্রীগণেশ দত্তজীকে সম্বোধন করিয়া মা বলিলেন, "আজ সপ্তর্ষি আ গয়া।" পরে হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিবার সময় মা ভবানীকে বলিয়াছিলেন যে আমাদের বাণলিঙ্গের নামকরণের জন্যই ওই স্থানে আগমন হইয়াছিল। সেই পুণ্য তীর্থধামে গঙ্গাবক্ষের উপর, যেখানে গঙ্গাদেবী মহাদেবের শিরে অবতীর্ণা হইয়া কোটি কোটি নরনারী দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন, সেই পবিত্রধামে আমাদের শিবের নামকরণ হইল "গোপেশ্বর।"

দেরাদুনে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া ভবানী কাশীতে ফিরিয়া আসিল এবং

সেখানে দুই রাত্রি যাপন করিয়া গোপেশ্বরকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যেদিন গোপেশ্বর আমাদের গৃহে প্রবেশ করিলেন, সেই রাত্রে ভবানীর পুনরায় স্বপ্নে দর্শন হইয়াছিল। এইস্থানেই গোপেশ্বরজি প্রায় ৫ বৎসর পূজা পাইলেন। যে-ঠাকুরঘরে অন্যান্য দেবদেবীর সহিত গোপেশ্বরের পূজা হইত সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তি একাধিকবার অলৌকিক অনুভূতি লাভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে কোথায় মন্দির নির্ম্মিত হইবে, এই প্রসঙ্গে ভবানী মার সহিত আলোচনা করিলে মা বলেন যে আমাদের কলিকাতার বাটী-সংলগ্ন উদ্যানে যে ফুঁসের একটি ঘর করা ছিল সেই স্থানটিই তাঁহার খেয়ালে একটু আসিতেছিল। ভবানীর মনেও এতদিন এই ইচ্ছাই ছিল, যে ওই বাগানের ছোট গোল ঘরটিতে মাকে আনিয়া রাখে, এবং ওই স্থানেই মন্দির প্রতিষ্ঠা হউক। এই উদ্দেশ্যে সে স্বামীজির নিকট হইতে নক্সা ইত্যাদি সংগ্রহও করিয়াছিল। ইহাতে হরিদ্বারে সোলনরাজ প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে ঊর্দ্ধ ভাগের অনুকরণ করা হইয়াছিল।

কিন্তু এ-সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে বাড়ীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা বোধ হয় ঠিক সমীচীন হইবে না। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা চন্দননগরের বকুলতলা অঞ্চলে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেখানে পুরাতন বকুলবৃক্ষের মূল এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু প্রকাণ্ড মন্দিরের ভিত্তিটুকু ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, আর বাসস্থানের চিহ্নমাত্রও নাই। আমার পিতামহ পুনরায় নদীর ধারে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবনির্দ্দেশে সে-মন্দিরও তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায়।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া স্থির করিলাম যে এমন একস্থানে গোপেশ্বরের স্থাপনা করা উচিত, যেখানে আমার বংশধরগণ কর্ত্তৃক দেবসেবার যেন কোনও ত্রুটির সম্ভাবনা না থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দেরাদুনের প্রতি কেমন যেন আকর্ষণ হইয়া গিয়াছিল, কাজেই কিষণপুর আশ্রমেই মন্দির প্রতিষ্ঠা সংকল্প করিয়া ফেলিলাম। ভবানী এই বিষয়ে পরে মাকে পত্র লেখে এবং মার পূর্ণ সম্মতি পাওয়া যায়। কিন্তু দেরাদুন আশ্রমে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা কেবল

নিমিত্তমাত্র বই নহি। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে কিষণপুর আশ্রমের সহিত ভোলানাথের পুণ্যস্মৃতি বহুদিন হইতেই জড়িত। সেই মহাত্মা সাধুপুরুষ কিষণপুরেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করার প্রস্তাব পূর্ব্বেই হইয়াছিল। এখন ভবানী মার নিকট আমাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করাতেই দিদি তৎক্ষণাৎ মনে করিলেন যে সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার বোধ হয় ইহাই সুযোগাযোগ। অতঃপর দৈব অভিপ্রায়ে আরও অনেকে উদ্যোগী হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তখন আর মন্দির প্রতিষ্ঠার কোনও অন্তরায় রহিল না। প্রথম হইতেই স্থির হইয়াছিল যে দুইটি মন্দির হইবে,—একটি বাবা ভোলানাথের নামে, অপরটি শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির।

কর্ম্মবীর পরমানন্দ স্বামীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৫৪ সালে পৌষ মাসে কাশীর আশ্রমে, তখন মাকে লইয়া স্বামীজির সহিত একদিনের জন্য বিন্ধ্যাচলে বেড়াইতে যাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

১৯৫৭ সালের গ্রীষ্মকালে স্বামীজি কলিকাতায় আমাদের বাড়ীতে আসেন, তখন পুরাপুরিভাবে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের আলোচনা হয়। সেই বৎসরেই আগষ্ট মাসে কর্ম্মসূত্রে আমি দেরাদুন গিয়া মন্দিরের স্থান ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া আসি। সেপ্টেম্বর মাস হইতে মন্দিরের কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু যথোপযোগী আয়োজন তখনও হইয়া উঠে নাই বলিয়া কাজ ধীরে ধীরেই চলিতে থাকে। ১৯৫৮ সালে মার্চ্চ মাসে আমি যখন পুনর্বার দেরাদুন যাইবার সুযোগ পাই, তখন মন্দিরের ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকের দেয়ালও কিছুটা হইয়াছে, কিন্তু ছাতের আরম্ভই হয় নাই। এই অবস্থায় কিছুকাল কাজ বন্ধ থাকার পর মা শুভকাজ শীঘ্র হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করিলেন। ভোলানাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নে-দীক্ষিতা এক শিষ্যা মৃত্যুর পূর্ব্বে জোগাড় করিয়া যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহার দ্বারা মন্দির গঠনের কাজ পুনর্বার আরম্ভ করা হইল।

১৩৬৫ সনের ১লা বৈশাখ (ইং ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে) শ্রীমা আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া উদ্যান সংলগ্ন সেই গোল ঘরটিতে তিন দিন বাস

করেন। পূর্ব্বে ভবানী এইখানেই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিল বলিয়া মা নিজেই সেই ঘরটির নাম রাখিলেন "শিবালয়।"

সেই বৎসরই পুত্রের স্কুলের ছুটি উপলক্ষে আমি মুসৌরীর পথে ৬ই অক্টোবর দেরাদুনে উপনীত হই। পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ বন্দোবস্ত করি নাই, কিন্তু বোধ করি কিষণপুর আশ্রমে সেদিন মা আমার প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইতেই মা বলিলেন, "তোমার জন্য ঘর ঠিকই আছে বাবা।" মন্দির সম্বন্ধে নানা প্রকার আলাপ হইল। এই প্রসঙ্গে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবা, তোমার কি আর কাহারো সাথে মিলিয়া শিবস্থাপনা করিতে আপত্তি আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে একলার জন্যেও ব্যবস্থা আছে।', উত্তরে আমি বলিলাম "মা, আপনি যদি বলেন আর সকলের সঙ্গে একত্র হইয়া শিবপ্রতিষ্ঠা কর, তাহাতে আমার আপত্তি হইতেই পারে না। বরং আমাদের শিব যদি অন্য বিশিষ্ট শিবলিঙ্গদের সহিত বসেন তাহা হইলে তো আমাদেরই সৌভাগ্য।" শুনিয়া মা হাসিলেন এবং স্বামীজিকে বলিয়া দিলেন, যেন গোপেশ্বরের গৌরীপিঠের মাপ সঠিক ভাবে জানিয়া নেওয়া হয়, কারণ এক সঙ্গে একই বেদীর উপর সাতটি শিব বসিবেন। সেইদিন প্রথম জানিতে পারিলাম যে একত্রে সাতটি বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ হরিদ্বারে সপ্তর্ষি আশ্রমে ভবানীর সম্মুখে মা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে পড়িয়া গেল "আজ সপ্তর্ষি আ গয়া।" স্থির হইল, আগামী শিবরাত্রির পুণ্যতিথিতে শিবপ্রতিষ্ঠা হইবে।

—ক্রমশঃ

মা

গোপাল

আমার মাগো,
বিজয়ার দিনে,
বিদায়ের ক্ষণে,
ভাসিয়া অশ্রু নীরে,
তোমারে প্রণমি,
জগৎ জননী,
দাঁড়ায়ে রহিব দূরে।

কেন তা জানি না,
বুঝিতে পারি না,
তুমি কেন চলে যাবে ?
কে নেবে তোমার
সন্তান ভার,
তুমি না রহিবে যবে ?

ব্যথা নাহি পাবে,
সন্তান যবে,
কাঁদিয়া ডাকিবে 'মা' ?
মা কি কভু পারে
সন্তানে ছেড়ে,
থাকিতে বিন্দু লহমা ?

যাওয়া অভিনয়,
কভু সত্যি নয়,
তুমি যে আমার মা।
এ শুধু তোমার
আশীষ দেবার
স্নেহ সিঞ্চিত ছলনা।

আঘাতে বেদনা
হানিতে দিও না,
ভালবেসে টেনে নিও।
ব্যথিতের তরে,
অশ্রু যেন ঝরে,
পরাণে করুণা দিও।

আর্ত্ত আঁখি জল,
মুছিতে কেবল,
প্রাণ যেন সদা চায়।
আমারি কারণে,
যেন অকারণে,
ব্যথা কেহ নাহি পায়।

তব সন্তানে,
যেন মনে প্রাণে,
সেবা মোর দিতে পারি।

মানবের মাঝে
রব সেবা কাজে,
অহং লইও হরি।

তোমার সেবার,
নিষ্ঠা আমার,
কিছু নাই তাহা জানি।
ভক্ত পদধূলি
শিরে লব তুলি,
নম্র বিনয়ে নমি।

"তাঁহাকেই একমাত্র প্রয়োজন। আর সব অপ্রয়োজন। তাঁকে বিনা মানুষের চলে না, ছেড়ে চলবার জায়গা নেই। সেজন্য বাদ দেওয়া যায় না; বাদ হয় না।"

"মা"

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

১১ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৪৮ সন (ইং ২৫।৫।৪১) অতি প্রত্যুষে ভক্তগণ আসিয়া ভজন আরম্ভ করিলেন। উহা শুনিয়া আমরা সকলেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ ভজন শুনিয়া আমরা নীচে আসিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। একটু বেলা হইলে শ্রীশ্রীমাকে নীচে নামাইয়া আনা হইল এবং সকলকে লইয়া কয়েকখানা ফটো তোলা হইল। ইহার পর শ্রীশ্রীমা বেড়াইতে বাহির হইলেন।

বেড়াইয়া আসিয়া মা নীচের তলায় বসিলেন। শ্রীযুক্ত তরণী চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিছুক্ষণ গীতা পাঠ করিলেন। তাহার পর ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন খুব জমিয়া গেল। ভক্তগণ প্রথমে বসিয়া বসিয়া গাহিতে-ছিলেন, এখন তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন শ্রীশ্রীমাও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মুখখানি আরক্তিম, অধরে মৃদু মৃদু হাসি। কীর্ত্তনের তালে তালে তাহার হাতখানি দোলাইতেছেন। ভক্তগণ উৎসাহিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। স্থানটিতে যেন তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া যাইতেছিল। উপস্থিত সকলেই কীর্ত্তনে অল্পাধিক মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। শেষে স্নানাহারের জন্য সকলেই চলিয়া গেলেন।

দিল্লী হইতে কয়েকজন ভক্ত—পঞ্চুবাবু, অমলবাবু, শিবেনবাবু, হরিদাসবাবু প্রভৃতি আসিয়াছেন। আহারান্তে ঘরে বসিয়া আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। ঘর হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। বেলা ৯টা

হইতেই রৌদ্রের তাপ অসহ্য বোধ হইতেছিল। এখন ত কথাই নাই। মনে হইতেছিল, আমাদের ঘরের চতুর্দ্দিকে যেন অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইয়া আছে।

বিকাল বেলা মহিলারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া আছেন। আমরা বারান্দায় বসিয়া বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর মা নিজেই গাহিতে লাগিলেন,—

"(জয়) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীমধুসূদন
রাম নারায়ণ হরে।
(জয়) রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ
রাম নারায়ণ হরে॥"

মহিলারা এবং ভক্তগণ মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ গান চলিল। পরে মা বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমরাও সহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৪৮ সন (ইং ২৬।৫।৪১) অতি প্রত্যুষেই নামযজ্ঞ আরম্ভ হইল। ভক্তগণ কীর্ত্তন মঞ্চের চারিদিক পরিক্রমা করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। একটু বেলা হইলে শ্রীশ্রীমাও আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন এবং ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। বেলা ৯.১০টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন বেশ চলিল। বেলার সঙ্গে সঙ্গে যতই সূর্য্যের তেজ বাড়িতে লাগিল ততই কীর্ত্তন চালাইয়া রাখা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ছেলেদের বিশ্রাম দিবার জন্য মাঝে মাঝে মেয়েরা কীর্ত্তন রক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ না করিলে উদয়াস্ত কীর্ত্তন চলিত কিনা সন্দেহ!

আজও দুইজন ভক্ত—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (গুটীবাবু) এবং মনোজবাবু—দিল্লী হইতে আসিয়াছেন। দুর্গাদাসবাবু বৃদ্ধ এবং বাতরোগাক্রান্ত। শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনিলাম। ভদ্রলোকটি বেশ ভাবুক এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। শ্রীশ্রীমা দুর্গাদাসবাবু সম্বন্ধে

আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা ত বাবাজীর রকম দেখ নাই। সিমলাতে আমাকে দুইদিন রাখিবার জন্য বাবাজী কত জেদ করিয়া থাকে। দুঃখে বাবাজীর দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে আবার সঙ্গে সঙ্গে জেদও চলিতে থাকে। বাবাজীর বাড়ী পানিহাটী এবং বাবাজী বৈষ্ণবভাবে ভাবিত। সিমলায় যখন নামযজ্ঞ হইত তখন বাবাজীর কাজই ছিল সকলকে মালা চন্দন দেওয়া, মালা হাতে করিয়া বাবাজী সারাদিন এক জায়গায় বসিয়া আছে এবং যেইমাত্র কেহ কীর্ত্তন আসরে আসিতেছে অমনি তাহাকে মালাচন্দন পরাইয়া দিতেছে।"

বিকালের দিকে শ্রীশ্রীমা আবার কীর্ত্তন আসরে আসিলেন তখন কীর্ত্তন বেশ জমিয়া গেল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন বন্ধ হইল। আমরা সন্ধ্যা ৭॥০ টায় আসিয়া বাসে উঠিলাম। তখনই বাস ছাড়িয়া দিল। রাত্রি ১২ টার সময় কিষণপুর আশ্রমে পৌঁছিলাম। শুনিলাম রাত্রিটা এই আশ্রমে কাটাইয়া সকাল বেলা রায়পুর আশ্রমে যাইতে হইবে।

রায়পুর আশ্রমে গমন

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৪৮ (ইং ২৭।৫।৪১) ভোর ৫ টায় শয্যাত্যাগ করিয়া আমরা রায়পুর রওনা হইতে সচেষ্ট হইলাম। গত কাল মিরাট হইতে আমরা যে বাসে আসিয়াছিলাম তাহা আশ্রমেই ছিল। পাণ্ডেজী গত রাত্রে বাসেই শুইয়াছিলেন। আমাদের মালপত্র বাঁধাই ছিল উহা বাসে তুলিতে আধ ঘণ্টা সময়ও লাগিল না। আমরা ৫॥ টায় রওনা হইয়া ৭টার সময় রায়পুরে পৌঁছিলাম।

রায়পুরে পৌঁছিয়া আমরা বাস হইতে জিনিষপত্র আশ্রমে উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। এখানে কুলী পাওয়া যায় না, কাজেই স্বাবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা সকলে মিলিয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া মালপত্র উঠাইতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত জিনিষ উপরে উঠান হইল। আমরা কে কোথায় থাকিব তাহা শ্রীশ্রীমা-ই বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। হল ঘরের মধ্যে মনোমোহন এবং আমি বিছানা করিয়া নিলাম। ঐখানে অখণ্ডানন্দজী, পরমানন্দজী, নিশিবাবু, নেপালদাদা প্রভৃতি অনেকেই রহিলেন। ঘরখানা বেশ বড় বলিয়া

আমাদের কোনই অসুবিধা ছিল না। হল ঘরের সংলগ্ন একটি ছোট প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীমা রহিলেন। মা আমাদিগকে ঝরণা হইতে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। আশ্রমের পাদদেশে যে নহর আছে উহাতে নামিয়া স্নান করা ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনোমোহন এবং আমি ঝরণা হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। এই ঝরণা হইতেই দেরাদুন ষ্টেশনের পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

দিব্বীর কথা

স্নানান্তে আমরা হল ঘরে আসিয়া মায়ের কাছে বসিলাম। জিতেন (মুখার্জ্জী) বাবুও তথায় ছিলেন। আশ্রমের শিব-মন্দির এবং ধর্ম্মশালার কথা হইতেছিল। এই সকল সম্পত্তি কৌশাম্বীলাল নামে একজন ব্রাহ্মণের ছিল। এক কালে তাঁহার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল, এখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মা বলিলেন, "যখন জ্যোতিষ এবং ভোলানাথকে লইয়া ঢাকা হইতে বাহির হই তখন রায়পুরের এই জায়গাটা দেখিতে পাই। সেইজন্য এইস্থানে আসা। তোমরা এখন মন্দির ইত্যাদির যে অবস্থা দেখিতেছ তখন ইহার কিছুই ছিল না। তখন সবই ভাঙ্গাচুরা ছিল। আমরা তিনজনে আসিয়া ঐ ভাঙ্গা মন্দিরেই জায়গা লইলাম। ভোলানাথ শিব-মন্দিরে সাধন করিত আর আমরা, ঐ উপরে যে কোঠা দেখিতেছ, ঐখানে থাকিতাম। লোকে মনে করিত যে ভোলানাথই একজন বিশিষ্ট সাধু, সাধন-ভজনের জন্য ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, আর আমি, তাহার স্ত্রী, একা থাকিতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছি। জ্যোতিষকে তাহারা আমাদের চাকর মনে করিত; কারণ জ্যোতিষ তখন একখানা ছোট কাপড় পড়িয়া থাকিত, যাহা তাহার হাঁটু পর্য্যন্তও পৌঁছিত না। কিছুদিন পরে যখন রায়পুর পোষ্টাফিসে জ্যোতিষের নামে সরকারী চিঠি আসিতে লাগিল এবং তাহার নামের পিছনে আই. এস. ও (I. S. O.) উপাধি দেখিতে লাগিল তখন তাহার সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদলাইয়া গেল। ছোট জায়গা কিনা কিছুই গোপন থাকে না।

"সেই সময় দিব্বী বলিয়া একটি লোক আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া দিত। সে ছিল কৌশাম্বীলালের চাকর। কৌশাম্বীলালের বিবাহের সময় সে

তাহার কাছে আসে। তখন সে খুব ছোট। সেই সময় হইতেই সে রহিয়া গিয়াছে। পয়সা খরচ করিয়া চাকর রাখিবার সামর্থ্য এখন কৌশাম্বীলালের নাই, কিন্তু মনিবের অবস্থা খারাপ হইয়াছে বলিয়াই দিব্বী এখন কোথায়ও যাইতে চাহিতেছে না। আমাদের যত জল লাগিত দিব্বী উহা পাহাড় ভাঙ্গিয়া আনিয়া দিত। মনিবের জলও সে-ই টানিত। ছোট বেলা হইতে মাথায় করিয়া জল টানিতে টানিতে তাহার মাথা থেঁতলা হইয়া গিয়াছে। (আমার প্রতি) তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ।"

আমি। না।

মা। সে আসিলে তোমাকে দেখাইব। লোকটি খুব সরল। একবার সে জল আনিতে নহরে যায়। অন্য একটি ছেলে তাহার সহিত খেলা করিবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া খুব টানাটানি আরম্ভ করে। কাজ আছে বলিয়া দিব্বী তাহার সহিত খেলা করিতে অসম্মত হয়। ইহাতে ঐ ছেলেটি রাগিয়া দিব্বীর গালে এমন এক চড় মারে যে তাহার গাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। ছেলেটির বয়স দিব্বীর বয়স হইতে অনেক কম ছিল এবং দিব্বী ইচ্ছা করিলে তাহাকে খুব শাস্তিও দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না করিয়া কাঁদিতে লাগিল। লোকে যখন তাহাকে বলিল, "দিব্বী, তোকে মারিল, তুই মারিতে পারিলি না ?" সে উত্তর দিল, "আমার মারিবার কোন ইচ্ছাই হইল না।" লোকে তাহাকে পুলিশে খবর দিতে বলিল, কিন্তু সে তাহাও দিল না। দিব্বীর লেখাপড়া শিখিবার বড় সখ। সে বলে, "আমি পরজন্মে বিদ্বান্ হইব।"

কথায় কথায় মিরাটের ভক্তদের কথা উঠিল। মনোমোহন এবং জিতেনবাবু মিরাটের ভক্তদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহারা যে নীরবে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন এই সব কথা হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত মহীতোষ ব্যানার্জ্জী এবং আরও দুই একজন ভক্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইল। মা বলিলেন, "মহীতোষ বাবা আমাকে মিরাটে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হয়। কিন্তু আমাকে মিরাটে

আনিয়াই যেন তাহার খালাস। লজ্জায় সে আর আমার কাছে আসে না। দূর হইতেই সেবা করিয়া যায়। এক একজনের এক এক ভাব।"

ডুঙ্গার জমিদার শের সিং

এই বৎসর রায়পুর আশ্রমে শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা উপলক্ষ্যে একটি উৎসব হইয়াছিল। ঐ উৎসবে দিল্লী এবং মিরাট হইতে অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন। ডুঙ্গার জমিদার শেরসিং মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। উৎসবের সময় যে নামযজ্ঞ হয় তাহাতে নাকি অনেকেরই ভাবাবেশ হইয়াছিল। শেরসিং মহাশয়েরও যে ভাব হইয়াছিল এই সব কথা হইতেজিল।

জিতেনবাবু। শেরসিংহের ভাব নিশ্চয়ই একটা দর্শনীয় বস্তু। (সকলের হাস্য)।

মা। (হাসিয়া) সে ত আমার সহিত বেশী কথা বলে না। আমার নিকট হইতে একটু দূরে দূরেই থাকে। অনেক সময় আমার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে। আগে যে ভয়ানক মাতাল ছিল, এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধার ভাব ছোটবেলা হইতেই আছে। অসৎ সংসর্গে পড়িয়া তাহার মদ খাওয়ার অভ্যাস হয়। গত দীপালীর সময় তাহার বন্ধুরা তাহাকে একটু মদ খাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। তাহাদের একান্ত অনুরোধ ফেলিতে না পারিয়া সে সামান্য একটু মদ খায়। কিন্তু যেই মাত্র মদ খাওয়া আর অমনি আমি বাসে করিয়া তাহার দরজায় যাইয়া উপস্থিত। আমাকে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহার আর ঘর হইতে বাহির হইবার সাহস হইল না। প্রথমে ভাবিল, সে লুকাইয়া থাকিবে, আমার সম্মুখে বাহির হইবে না। কিন্তু আমিও আর কোথায়ও যাইতেছি না দেখিয়া শেষে সে ঘর হইতে বাহির হইতে বাধ্য হইল। চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার সে আমাকে প্রণাম করিতেছিল আর বলিতেছিল, "তুই আমাকে এত কৃপা করিস কেন?" আমি চুপ করিয়া আছি দেখিয়া সে আবার বলিতেছিল, 'তুই কথা বলিস না কেন?" এমনি কিন্তু সে

আমার সঙ্গে কথা বলিতেও সাহস করে না। আর তখন সে ভাবের আবেগে আমাকে 'তুই' 'তুই' করিয়া সম্বোধন করিতেছিল আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রণাম করিতেছিল। তাহার এই কীর্ত্তি দেখিয়া তাহার ছোট বৌ হাসিয়াই খুন।

আমি যখন ডুঙ্গাতে প্রথম যাই তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ওখানে বাঘ আছে কিনা। শেরসিং তখন বলিয়াছিল, "না, কোন বাঘ নাই। এক বনে দুই বাঘ থাকিতে পারে না।" ইহার পর হইতেই ডুঙ্গাতে বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়। গরু, মহিষ ছাড়া একটি লোককেও বাঘে মারিয়া ফেলে। যে লোকটিকে বাঘে মারিয়াছিল তাহার স্ত্রী শোকে পাগল হইয়া যায়। শেরসিং নিজেও একজন শিকারী। বাঘের সংবাদ পাইলেই সে বন্দুক লইয়া ছুটে। একবার সে দেখিতে পায় যে, বাঘ একটি মহিষ মারিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। সে মনে করিল বাঘ যখন একবার মহিষ মারিয়া গিয়াছে তখন সে উহা খাইতে আবার আসিবে। এই ভাবিয়া সে বন্দুক লইয়া একটা টিলার উপর বসিয়া বাঘের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে করিতে তাহার নাম করিবার সময়* উপস্থিত হইল। সে বন্দুক পাশে রাখিয়া দশ মিনিটের জন্য নাম করিতে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া গেল। ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে শুনিতে পাইল যে, তাহার নিকটেই কি যেন মস্ মস্ করিয়া শব্দ করিতেছে। চাহিয়া দেখে, তাহার দক্ষিণ দিকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে একটি প্রকাণ্ড বাঘ। তখন আর বন্দুক তুলিয়া গুলি করিবার সময় নাই। শেরসিং এ শরীরটাকে খুব স্নেহ করে। সে ভাবিল যখন শেষ সময় উপস্থিত তখন মাকে চিন্তা করিতে করিতেই মরা ভাল। এইরূপে যে কতক্ষণ কাটিল তাহা সে জানে না। পরে যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিল তখন দেখিতে পাইল যে বাঘ আর নাই।

একবার দেখিলাম যে শেরসিংহের বিষম বিপদ উপস্থিত। এই সময় শেরসিং মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে যাইবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে।

---

* শ্রীশ্রীমায়ের অনেক ভক্তই এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দশ মিনিটের জন্য ইষ্টমন্ত্র জপ বা ভগবানের নাম করেন।

তাহার রওনা হইয়া যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী ও মেয়ে আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। আমি তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম যে তাহারাও যেন বাবাজীর সঙ্গ ত্যাগ না করে। তাহারা গিয়া বাবাজীকে আমার কথা বলিল। তখন সকলে মিলিয়াই তাহারা তীর্থ দর্শনে বাহির হইল। মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাহারা সকলেই শুইয়া আছে। বাবাজী বাঙ্কের উপর আছে, আর তাহার দুই স্ত্রী, মেয়ে ও নাতি নীচে শুইয়া আছে। পার্শ্বের কামরাতেই চাকর। শেরসিংহের স্ত্রী দেখিতে পাইল যে একটা লোক তাহাদের কামরায় উঠিয়া কি যেন খুঁজিতেছে। তখন সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে ওখানে কি করিতেছে। লোকটি অতি বিনীতভাবে বলিল যে, সে ভুলে এই কামরায় উঠিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া শেরসিং জাগিয়া উঠিল। যেইমাত্র সে উপর হইতে নীচে নামিয়াছে অমনি ঐ লোকটা তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাহাকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিল। শেরসিং দুই হাত দিয়া পেছন হইতে ঐ লোকটার দুই বাহু চাপিয়া ধরিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে ছোরা দিয়া শেরসিং, তাহার স্ত্রী ও মেয়েকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। তবে শেরসিং তাহার দুই বাহু ঐভাবে ধরিয়াছিল বলিয়া সে কোন মারাত্মক স্থানে আঘাত করিতে পারিতেছিল না। শেরসিংহের সহিত বন্দুক ছিল, কিন্তু উহা ব্যবহার করিবার উপায় ছিল না। তাহার ছোট বৌ-ও রিভলবার ছুঁড়িতে জানে, কিন্তু সে-ও গুলি চালাইতে সাহস করিল না পাছে ডাকাতকে ভেদ করিয়া ঐ গুলি তাহার স্বামীর গায়ে লাগে। বড় বৌ গাড়ী থামাইবার জন্য গাড়ীর শিকল ধরিয়া টানিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে গাড়ী থামিতেছে না দেখিয়া সে শিকল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। তখন গাড়ী থামিয়া গেল। মনিবের গাড়ীতে গণ্ডগোল হইতেছে শুনিয়া চাকর ছুটিয়া আসিল। তখন ঐ ডাকাতকে ধরিয়া পুলিশের হাতে দেওয়া হইল। ডাকাতের ছোরার আঘাতে সকলেই অল্প বিস্তর আহত হইয়াছিল। শেরসিংহের আঘাতই সব চেয়ে বেশী। ভোগটা মাত্র শেরসিংহেরই ছিল, কিন্তু উহা তাহার স্ত্রী ও কন্যার উপর যাইয়াও কিছু কিছু পড়িল। এ যেন একজনের

ভোগ পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার মত। শেরসিং আমাকে পরে বলিয়াছিল, "মা, কেমন করিয়া যে আমার ভাঙ্গা হাত দিয়া ঐ গুণ্ডাকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি।"

আমি। মা, শেরসিংজী যে ডাকাতদ্বারা আক্রান্ত হইবেন ইহাই কি তুমি দেখিয়াছিলে ?

মা। না, উহা স্পষ্টভাবে দেখি নাই। তবে বুঝিয়াছিলাম যে তাহার খুব বিপদ উপস্থিত যাহাতে তাহার প্রাণান্তও হইতে পারে।

বিকাল বেলা মার সঙ্গে দেখা করিতে গ্রামের কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিলেন। ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদের কোন আড়ম্বর নাই। ইহাদের সরল ও ভক্তিপূর্ণ মুখগুলি দেখিতে খুব ভাল লাগিল। কেহ হয়ত মার জন্য এক ছড়া ফুলের মালা আনিয়াছেন, কেহ সামান্য একটি ফল, কেহ দুইটি ফুল লইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণে উহা রাখিয়া নমস্কার করিতেছেন। মা হাসিমুখে সকলের কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখাইয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার মালিকানী আসিয়াছে। সকাল বেলা কৌশাম্বীলালের কথা বলিতেছিলাম না ? এ তাহার স্ত্রী। ইহারা এই হল ঘরের দেওয়ালের চৌকাঠ পর্য্যন্ত তুলিয়াছিল পরে অবস্থার জন্য আর পারে নাই। পরে যখন এই সব মন্দির দান করিয়া ফেলার কথা উঠিল এবং নানা জনে নানা প্রস্তাব করিতে লাগিল, তখন ইহারা বলে যে যদি দান করিতে হয় তবে এ সব মাকেই দান করিব।"

আর একটি স্ত্রীলোককে দেখাইয়া মা বলিলেন, "এই পুরির মা। আমি যখন জ্যোতিষ ও ভোলানাথকে লইয়া এখানে ছিলাম তখন কয়েক মাস পর্য্যন্ত ত আর চুল আচড়ান হইত না, কাজেই চুলগুলি জটা বাঁধিয়া গিয়াছিল। এই পুরির মা আমার চুল কাটিয়া দেয়। সম্মুখে মাত্র দুইটি জটা রাখিয়াছিল। উহা টুপির মত দেখাইত।"

—ক্রমশঃ

"সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি" *

ব্রহ্মচারিণী তারা

"বন্ধু" শব্দটির সঙ্গে কে না পরিচিত। বন্ধু শব্দটি শুনলেই মনে হয়— সমবয়সী, সহপাঠি, সহকর্মী। কিন্তু এর একটিও আমাদের এই বন্ধুটির পক্ষে প্রযুজ্য নয়। তখন প্রশ্ন জাগে—তবে এ কি রকম বন্ধু?

কিন্তু কী করে উত্তর দেব? আমাদের এই বন্ধুটির সাথে যে জগতের কোন বন্ধুরই তুলনা হয় না।

কবি বলেছিলেন তাঁর সুললিত ছন্দে—

"সুসময়ে বন্ধু বটে অনেকেই হয়,
অসময়ে হায় হায়! কেহ কারো নয়।
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।"

আমাদের এই বন্ধুর কথা ভাবতে গেলেও মনে হয়—

"সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি"

তাঁর কাছে ছোট বড় কোন ভেদাভেদ নেই। ৩।৪ বছরের শিশু যেমন ৫০ বছরের বৃদ্ধও তেমনি। ইনি যে শুধু বন্ধুই তা নয়—বন্ধু-ধরা বন্ধু। কোথা থেকে সব বন্ধু তিনি টেনে আনেন। পাপী, তাপী, দুঃখী, দীনভিখারী। সকলকেই যেন কী এক মায়াবলে আনন্দসাগরে ভাসিয়ে দেন। সেই আনন্দ অসীম, অনন্ত, অপার, অপার্থিব ও অকৃত্রিম। বন্ধুটি শুধু আমাদেরই নয়, তিনি যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের। এই বন্ধুর সাথে যে সত্যই প্রাণের থেকে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পেরেছে সে ধন্য— চিরকৃতার্থ। সর্ব্বদা কত মান আসে কত অভিমান আসে। কিন্তু ইনি যেন ছাড়বার পাত্র নন। মৃণালদণ্ডের মত নিজের সাথে তিনি সকলকে জড়িয়ে রাখেন।

* শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের একটি অল্পবয়স্কা ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত।

কারুরই এই বন্ধুটির কাছে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। নিজের কাজ তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে অথবা যে কোনও উপায়ে হোক ঠিক ঠিক আদায় করে নেন। ছোট শিশুরাও যখন আপন ভেবে কাছে এসে ঘেসে দাঁড়ায়। তখন সেই সুযোগে তাদের বড় মিষ্টি করে তিনি বলেন—"বন্ধুরা, আমার একটা কথা রাখবে ?

কথাগুলো এই—

১। একটু একটু ভগবানের নাম করতে হয়, তাতে মঙ্গল হয়। তোমরা একটা কাজ ক'রো। এক একখানা খাতা করবে এবং রোজ সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে প্রথমেই যার যে দেবতার নাম ভাল লাগে পাঁচবার কি দশবার কি বারবার ঐ খাতায় সেই দেবতার নাম লিখে নমস্কার করবে। পরে খাওয়া দাওয়া পড়াশোনা করবে। পরে খাতা শেষ হ'য়ে গেলে, নমস্কার করে নদীতে ফেলে দেবে; আবার নূতন খাতা করবে। কেমন ? এ কথা মনে থাকবে তো ?

২। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই ভগবানকে প্রণাম করবে। আর প্রার্থনা করবে—ভগবান তুমি কোথায় থাক আমি তা জানি না। আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন তোমাকে পাই।

৩। রাত্রিতে শোবার সময় আবার প্রণাম করবে। যদি সমস্ত দিন কিছু অন্যায় হ'য়ে গিয়ে থাকে তবে ভগবানকে বলে যাতে পরের দিন আর না হয় তার জন্য প্রার্থনা করে ঘুমোবে।

৪। গুরুজন আর বাবা-মার কথা শুনবে। লেখাপড়া খুব ভাল করে শিখবে।

৫। তারপর হাসবে, খেলবে আর যত পার ছুটোছুটি করবে। আর যদি উপরের সব নিয়ম ভাল করে পালন করে থাক তবে একটু দুষ্টুমিও করতে পার —বেশী না কিন্তু।

আমাদের এই বন্ধুটির গুণের যে অন্ত নেই। এঁর গুণের বর্ণনা করা কি কখনও সম্ভব ? জগতের সকলের সব গুণগুলি একত্রিত করলেও যে এঁর গুণের পরিমাণ মাপ করা যায় না। তবুও দু' একটা বলতেই হয়। এ যেন একটি

চুম্বক। তাঁর কাছে না গিয়ে যেন উপায়ই নেই। সর্ব্বদাই তিনি আকর্ষণ করছেন সকলকে তাঁর দিকে। আরেকটি গুণ বন্ধুটিকে যে যা ভাবে তার কাছে তিনি তাই। যেমন—কেউ রাম, কেউ কৃষ্ণ, কেউ মা, কেউ শিব, কেউ বন্ধু এই রকম আরো কত কি। বন্ধুটি সত্যই অসাধারণ ছিলেন একেবারে ছেলেবেলা থেকেই। পড়াশোনার সুযোগ তিনি পাননি; কিন্তু অতি বড় পণ্ডিতও তাঁর কাছে চুপ হয়ে যায়। বন্ধুটির কথা লিখতে গেলে লেখনীও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। বন্ধুটির ব্যবহার আরো মিষ্টি। এই প্রাণখোলা অকপট নির্ম্মল হাসিটি যেন পৃথিবীর সব কিছু ব্যথা বেদনা দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

বন্ধুকে লেখা হল একবার বৃন্দাবনে। দোল কোথায় হবে? তার জবাবে তিনি লিখিয়েছিলেন—"বন্ধুরা, তোমাদের চিঠি আসিয়াছে। দোল যজ্ঞ বেদীতেই হইবে। তবে দুর্ব্বায় যেন আঘাত না লাগে। কারণ ঠাকুর পূজার জন্যেই ইহাদের জন্ম। দেখত কেমন পবিত্র ঠাকুরের পূজায় নিজের সর্ব্বাঙ্গ বিলাইয়া দেয়। এইরূপ পবিত্র হইতে চেষ্টা কর। আবার দেখ কেমন নম্র বিনয়ী সকলের পায়ের নীচে মাথা নীচু করিয়া আছে। শত মাড়াইয়া যাও—কিছুই বলে না। এই রকম ধৈর্য্য সহ্য শিক্ষা করিতেই হইবে। মাটির মত হওয়া চাই।" এই কথাগুলো সত্যই মর্ম্মস্পর্শী।

দুর্ব্বা সামান্য ঘাস। তারও কত গুণ বন্ধু আমাদের তাই বোঝালেন। শুধু তাই নয় তাদের মত নিজেদের জীবনও গড়তে বললেন।

এখন আসছি বন্ধুর জন্মোৎসবের দিনটিতে। প্রতি বছরই এই তিথিটি আসে। এর আভাষ পাই আমরা নতুন বছরের প্রথম দিনটিতেই। নববর্ষ আরম্ভ হলেই মনে হয়—ঐ আসছে ঐ আসছে সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত ১৯শে বৈশাখ।

অনেক আগে থেকেই আয়োজন চলতে থাকে পূর্ণ উদ্যমে। অবশেষে চিরবাঞ্ছিত চিরস্মরণীয় দিনটি এসে পড়ে। জন্মোৎসবের সেই দিনটি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অমৃত ভাণ্ডার নিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন জাগে মনে এমন শুভদিনে বন্ধুকে কি দিয়ে নিজেকে তৃপ্ত করি? কি ভাবে ভক্তি অর্ঘ্য রচনা করব? সাধারণ বন্ধু হলে যে কোন একটা উপহারের জিনিষ দিলেই ত হয়। কিন্তু এঁর কাছে যে ভালর মাপকাঠি খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সব কিছু তো তাঁরই। তাই মনে হয় এই বন্ধুটিকে দিতে হ'লে সবই দিতে হয়—যা দিলে তাঁর আর আমার মধ্যে সব ব্যবধান ঘুচে যায়। আমরা শুধু করজোড়ে বন্ধুর চরণে এই প্রার্থনা জানাতে পারি —"হে পরম বন্ধু, তোমার ঐ রাতুল চরণতলে রেখো আমাদের অনন্তকাল ধরে। তোমাকে দেওয়ার মত আমাদের যে কিছুই নেই। তুমি আমাদের বন্ধু। শ্রদ্ধাহীন, ভক্তিহীন, জ্ঞানহীন আমরা। তবুও তোমাকে বন্ধু সম্বোধন করতে কুণ্ঠা বোধ করি না। সে ভরসা যে তুমিই দিয়েছ। হে বন্ধু, আমরা যেন তোমার চরণের ফুল হ'য়ে থাকি চিরদিনের তরে।"

"কে জানে তিনি কি বিপদ দিয়া কি বিপদ কাটাইয়া দেন। কোন কোন সময় তিনি বিপদ দিয়াই বিপদ হরণ করেন। এইজন্য তাঁহার নাম বিপদভঞ্জন।"

"মা"

The ONE who is the Eternal, the Atman,
He Himself is the traveller on the path of Immortality,
He is all in all, He alone is.

MATRI VANI*

(*Replies to letters from diffe‹ ent people at different times.*)

161

What does entering into one's own True Being (*Swarūpa*) signify ? To realize what IS: that He, the Self-luminous One is all-pervading, present in all shapes, states of mind and modes of existence. *There* speech, words have no place. For can Essential Form (*Swarūpa*) or formlessness (*arūpa*) be described by any language ? He and He alone is.

162

You cling to that round†, rolling thing, believing that it constitutes your wealth ; this is why there are so much trouble and confusion. What is this 'round thing' ? Money of course. Try to cling exclusively to Him who is the Whole, where one can speak neither of form nor of formlessness and where trouble and confusion are non-existent.

---

* The Bengali original appeared in Ananda Varta Vol. VII/2 p. 59.

† This whole passage is based on a play upon words that cannot be rendered into English. *Gol* means round, *mal*=possession and *golmal*= trouble and confusion.

163

How many things in this world can you not perceive with your naked eye ; and how many more again may be seen with the help of a microscope ! Thus it is said that the One is contained in the infinite number and the infinite number in the One.

164

Having obtained the rare boon of birth in a human body, the quest after Truth is man's bounden duty. Supported by truthfulness, renunciation, self-restraint and so forth one should remain anchored solely in what one has received from the Guru.

165

A person who knows that he is ignorant must be credited with having most certainly attained to some measure of knowledge.

166

Verily, He Himself is attraction : consequently just as one feels drawn to commit an undesirable or evil action, you will find that there is also a pure and holy attraction towards good and laudable deeds. All is contained in each and everything. At all times He is indeed fully present in everything.

167

To keep your mind engrossed exclusively in the contemplation of the Self (*Ätma chinta*) you must attempt again

and again and again. Never allow your thoughts to dwell on your helplessness, rather devise ways and means. Do not desire to be poor : to crave for his Real Wealth is man's constant duty. There is but little time left to you.

168

To realize Him is the Goal—Him, Divinity Itself. You are bonnd to take whichever path He has chosen for you. Nobody can do anything according to his own sweet will. He is all—gracious, all—compassionate : towards Himself is the direction in which He pulls you.

169

Regarding all beings as His forms, with a spirit of service and utter calm serve the Lord, serve the Lord, serve the Lord and only Him. In the measure as you grow more and more perfect in your capacity of a servant of the Lord, fondness, love and devotion for Him as well as implicit faith will awaken in you.

170

Let "I cannot" be eradicated from your vocabulary. Time is gliding by swiftly : for a few days only lasts this reunion with friends and kinsmen. Gather up your possessions, brother, no one accompanies you on your final journey.

SIDELIGHTS ON MATAJI'S BIRTHDAY CELEBRATIONS

VIJAYANANDA

My intention is not to give an account of the celebrations—this will probably be done by persons who are better qualified for the task than myself; I just want to write about a few points that struck me on that occasion.

1

Many people have noticed and some have even complained that there is apparently no organization to see to the welfare and discipline of the people who take part in the large gatherings around Mother. It looks as if there were no one to direct and no staff to carry out the orders. In fact to a mind trained in the western way it may at times even seem somewhat disorganized. But this is mere appearance, due to viewing the situation superficially. If we observe carefully and with an unbiassed mind, we shall soon discover that in reality everything is proceeding as it should, that every person gets what he or she needs; that inspite of the apparent disorder nobody comes to harm, no harsh words can be heard (except, may be, on the rarest occasions); that most people look smiling and contented.

How can this be possible ?

If we look round and watch the actions of our daily life and the ways of Nature, we shall find that there are

two different methods of working, that actions can be performed in two different ways : the way of the human mind and that of Nature.

The former has its origin in the intellect, the ego fully conscious of its possibilities. Let us consider for example the building of a house. The plan of construction has been devised by the mind of the architect. Before starting on the building work, every detail has been thought out and calculated : the amount of the various materials needed, their cost, the number of workmen required, etc. etc. The architect's calculations are done with extreme care, for if the house collapsed it would be disastrous.

All this shows the functioning of a power, namely that of the intellect, the ego—conscious of its capacity no doubt, but aware also of its limitations ; a power capable of perceiving only its small circumscribed sphere of activity, but not its relation with the universe.

The way of Nature is quite different. Let us take for example the growth of a mango tree. If we go into details we can notice that branches, twigs, leaves and so on are growing without symmetry. There may be a huge branch on the one side and a very small one on the opposite side. Some branches yield an abundance of flowers and fruits, others almost none. Thousands of blossoms fall down that will never bear fruits. Many unripe mangoes are shaken off by the wind ; and when finally the fruits have the chance of producing a new tree ? Very few indeed—although, this is surely the ultimate aim of the fruit.

In this way a power acts that is conscious of its infinite wealth, of its omnipotence. The apparently irregular growth of the tree puzzles the intellect used to geometrical forms and to symmetry. But the ultimate result is the majestic beauty of a gigantic tree.

The huge waste is the token of a power that has a storehouse of infinite riches at its disposal. In actual fact there is no waste, but only circulation of matter within the oneness of the universe. The flowers and fruits that fall from the tree are not lost. They will enrich the soil and help other plants to grow, or nourish birds and insects. The power that causes the mango tree to grow does not only see this limited part of its functioning, but knows its relation with the Whole.

A higher aspect of that very same power arranges for welfare of the hundreds of people who collect around Mother. It is the power that pervades all beings and moves them from within. This power is aware of the needs of every single individual and knows the measure of his capacity to receive according to the results of his *Karma*. It is conscious of the relationship between all beings and of the Oneness behind the appearance of diversity, whereas the power of the ego sees only the superficial diversity, the splitting up into individuals.

During the last night of Mother's birthday celebrations (or rather in the early morning) at the end of the *Tithi Puja* everyone is allowed to go near Mother to do obeisance and offer flowers or anything else of his choice. This can only be done one by one and as hundreds of people are present it is bound to take a good deal of time. The mind would naturally

wish that there should be some efficient organization keeping people in a queue and making them recede by a different way after doing their *pranams*. But in Mother's presence discipline and organization from outside may be out of place and perhaps even harmful, for by it the free play of the Divine Power might be hampered through the rigidity of the human will. In fact on most occasions, without any organization, people walk upto Mother one by one in perfect order and in complete silence, but on this occasion in Dehradun this was not the case.

I was present during that holy night at Kishenpur, and as every body else, I also tried to approach Mother when the *Puja* was over. On that night Mother usually lies on a couch, absolutely still and to all appearance far removed from bodily consciousness. As soon as She returns to the normal state, offerings and salutations are stopped and Mother is led back to Her room.

I had brought a beautiful bouquet of flowers, intending to offer it to Mother. I tried first to follow one queue, but another one had formed from a different direction. After several unfruitful attempts I at last managed to come near Mother with only three or four people in front of me. But at that moment a few ladies rushed in and we were obliged to stand back. I then reflected that one should after all take things as they came on all occasions and thus remained aloof.

At that very moment Mother sat up. A human semi-circle was formed around Her to protect Her from the crowd. Offerings and salutations had to stop. It looked as if the

bouquet I had brought would not fulfil its purpose of existence.

A few minutes later Mother rose. On those occasions it takes some time until She fully recovers body-consciousness and She is led to Her room, supported by several persons. Two human walls are formed on both sides of Her way to enable Her to walk, undisturbed by the intruding crowd. Strangely enough, the spot where I stood aloof was just on Mother's way and between the human walls. Mother advanced, facing exactly in my direction. I deposited the bunch of flowers at Her feet, made obeisance and stepped out of Her way.

When afterwards I mused about this incident, I realized that in that holy night, notwithstanding the dense crowd and the apparent confusion, I had had the chance to present my offerings to Mother in a unique and exceptional way, in fact in precisely the manner that I preferred. Probably many other persons had similar experiences.

2

During that holy night I had the good fortune of being able to observe closely Mother's countenance almost immediately after She got up from the state of absolute stillness. It is well known that during the *Puja* of the last night of the celebrations, She usually lies with Her face covered entirely or almost entirely by Her sari. She appears to have left body-consciousness. I do not know whether any one has until now been able to ascertain whether Her pulse and breathing stop on those occasions. The reverence we all

feel for Mother, keeps us from attempting such investigations. But even if pulse and breathing are not completely suspended, they must at any rate most likely be almost imperceptible.

The state in which Mother appears to be on those occasions is of course quite beyond the range of our understanding. It seems probable that She is then in a disembodied state. Many people believe that She enters *Nirvikalpa Samadhi*. In that state, the empirical world ceases to exist and consequently there are neither the Mother nor Her children yearning for Her blessings, but only pure, unbroken, blissful consciousness. Mother is and has ever been free to remain constantly in that supreme and exalted state. It is Her boundless love that makes Her play with us the play of duality. It seems improbable that in the holy night of Her birthday when so many people have gathered to implore Her blessings, She should retreat into the Great Void. I take it that, rather on the contrary, She very likely assumes a state in which Her benediction can pour down on us at maximum abundance and where She can absorb as much as possible of the bad *Karma* of Her children.

The first birthday celebration of Mother that I attended took place in 1951 at Ambala, only a few months after I first met Mother. During the *Tithi Puja* I sat not very far from Her. She was lying down straight, as usual on those occasions, apparently far removed from this world. I thought She was in *Nirvikalpa Samadhi* and looked sadly at Her, thinking: "Mother has gone far away from us!" While this thought was revolving in my mind, Mother awoke, sat up and opened Her eyes. Her first glance fell straight on me.

It was a long and deep gaze full of significance, which I clearly understood to mean : "No ! I have not gone far away from you ; I am ever, ever present with you, very, very near you !"

This year at Dehradun when I saw Mother rise after the Puja, it seemed to me that She bore the expression of one who had just carried away the heavy load of our miseries.

3

The night of the anniversary of Mataji's birth is for most of us a vigil. I myself took rest for only a few hours before the function began. In general when my sleep is cut short even slightly I feel drowsy during the next day. But I have experienced this year as many times before that when we forego sleep for Mother's sake, not the least inconvenience will be felt. I returned from the celebration at about 6 a. m. feeling fresh and rested and immediately got busy with my daily routine.

4

A conversation with a friend from Calcutta, an old and fervent devotee of Mother, attracted my attention to one of the most extraordinary features that have been observed by many people in connection with Mother. The crowds round Her may consist of thousands or tens of thousands—yet She will never forget any single person. If one asks Her for a private interview, She will grant it in due course and at the most propitious moment. If a request has been made to Her, the response will come without fail. If someone wishes to take leave of Her before going away, he will be received at the

right time. She knows where and how everybody has been accommodated. If one encounters a difficulty, She is always there to solve the matter. When She talks to people about their personal problems, She gives the impression of knowing every detail. Not only this; the living interest She takes in every individual gives him the conviction—although it may seem absurd at first thought—that Mother's attention and care are fully focussed on him and on him alone, just as if he were the dearest of all Her children. Many people are convinced of this and although it sounds almost ridiculous it is nevertheless true. How can this be possible? Mother has no ego consciousness, no limiting personality of Her own. She is one with the pure, blissful, impersonal, all-pervading *Chaitanya* (Consciousness). When Her attention is directed towards one individual, the centre of consciousness is fully focussed on him. She is identified with him, nay She *is* his own Self. And there is nothing dearer than our own Self. "Indeed, it is not for the love of all that all are dear, but it is for the love of the Self that all are dear", says the *Brihadaranyaka Upanishad*.

Mother's Life : A perpetual Deed of Sacrifice !

M. M. Varma

It has been my life's privilege to be associated with Shree Shree Mā Anandamayee for some years. Last when I attended her Birthday celebrations at Dehra Dun a few weeks back, certain thoughts overwhelmed me as I watched her daily routine ; which I am penning down very briefly to share with fellow devotees.

It is apparent that MOTHER barely lives in this world ; she is visibly a dweller of the Divine region : And, as she herself has admitted to enquirers, she is not born in this world of *bhoga* to exhaust any personal *karma* of hers. What, then, makes her live such a busy and crowded life in this world of shadows—moving, talking, joining our ceremonials and celebrations which could be of little use to *her*, looking after ever so many details of the numerous *Ashramas* which she enriches by visiting one by one, granting incessant personal interviews to the sorrow-stricken aspirants and enquirers, and what not........inspite of indifferent health which could ill afford to bear such heavy strain ?

It is her love and compassion for poor, struggling souls in agony, like us, that makes her live *and toil* all the time in this world. Could we just imagine the *sacrifice* she has undertaken in descending from her world of Bliss into our world of sorrow, disease and death, our egos would melt in gratitude and we would ascend into her world : thus fulfilling

her Divine mission. Yet we refuse our co-operation even for our own liberation, which is her mission ; while she, with limitless patience, forgiveness and forbearance, goes on and on ....awakening our souls not with strokes of hammer but with a Mother's caresses !

Further, her love and compassion are universal : *not* limited to the band of *sadhakas* surrounding her in the various *Ashramas*. *Anyone* who goes to her for solace or comfort discovers in her his own Mother : overflowing with love and compassion for him as much as to her closest devotees or disciples. And so, everyone would tell you that Mother is most kind to *him*. Yes, the limitless can afford to give itself limitlessly to each and all. The electric lamp is limited and has its price; so is the breeze generated by a fan or the water in a vessel; but the Sun, the Ether and the Sea know no limits in their dispensations.

Even so, inspite of the seemingly sectarian rituals, ceremonies and sacraments going on around her all the time for the benefit of the people at large, Mother is *not* circumscribed by them. She unreservedly helps all men and women *at all levels* and in whatever manner they approach her. The Divine is all things to all men—*Kalpataru !*

Blessed indeed are those who have rallied round the feet of The MOTHER DIVINE, for they have found their unfailing refuge !

The Malady of the Age—its Cause and Cure

DR. B.L. ATREYA, M.A., D. LITT.

Padmabhusan, Knight Commander, Darshanāchārya.

(3)

The most important and startling discovery of psychical research, now also called Parapsychology, is that man, and some men particularly and in greater degree, is capable of acquiring knowledge of objects, and of thoughts and feelings of others, without the usual means of knowledge, by the direct action of the mind. This supernormal kind of knowledge, formerly called clairvoyance, lucidity and cryptesthesia, is now called Extra-sensory Perception (in short ESP) by Dr. Rhine of the Duke University in U.S.A. It finds expression in various forms and manners, such as Telepathy (communication of thoughts, experiences, and feelings of one mind to another at a distance without the use of normal means), Clairvoyance (in a restricted sense meaning seeing, without the use of eyes, events taking place at a distance), Clairaudience (hearing sounds and words which convey information of distant events without the use of ears), Pre-cognition (non-inferential knowledge of future happenings), Retro-cognition (direct knowledge of events that happened in the distant past), Psychometry (Power of acquiring know ledge of events of a person's life by simply holding or handling some object used by him), Dowsing (divining the presence of water or minerals underneath the earth), Crystal-gazing (seeing veridical scenes in a bright reflecting surface), Automatic

writing (scribing without volition or consciousness veridical information), Inspirations of geniuses, veridical statements made by entranced persons, and verifiable reminiscences of "previous life" expressed by babies. All these types of supernormal cognition (ESP) have been very carefully, empirically and experimentally investigated, and have been established as facts by scientifically trained investigators all over the world. ESP or supernormal cognition had been found to have four peculiar features which distinguish it from the normal cognition. (1) It does not stand in need of the use of sense-organs, physical or physiological contact with the object, or even the immediate presence of the object concerned. (2) It does not work under the limitations of space. Distance does not affect its operation. (3) Its function is not limited in time. It operates equally well in the present, past and future. (4) It is not always under the conscious control of the person who exercises it.

Another class of very important supernormal phenomena studied and investigated by psychical research is what was called Telekinesis by earlier investigators and is now called Psychokinesis by Dr. Rhine. The former term literally means production of movements at a distance and the latter means movements effected by mind. The idea underlying both the terms is that the mind is capable of moving or lifting things at a distance from the body without any physical contact between one's physical body and the external material object. This power of mind is symbolised by Dr. Rhine as PK. He brings both ESP and PK under one symbol PSI. According to him and many other investigators, PSI capacity is not very rare. It is potentially possessed by all human beings

and perhaps by animals too. In his latest work, *Para-psychology*, Dr. Rhine writes, "The capacity is, therefore, a normal equipment of the species."

A third type of paranormal, rather unknown normal, phenomena, investigated by psychical researchers and other investigators is what may be called supernormal psycho-physiological effects, which are observed in miraculous cure of physical ailments effected by suggestion, hypnosis, prayer and creative imagination; in extra-ordinary control over the autonomic nervous system and the organs controlled by it, found in case of yogis and faqirs; in cases studied by psycho-somatic medicine; and in all treatments brought about by Christian Science, New Thought and the use of mantras (incantations). All such cases evince a remarkable power of the mind over the body.

Still more and perhaps the most remarkable facts investigated by psychical research are Astral Projection, Materialization, Ghosts, Apparitions, Haunted Houses, Trance-personalities and Remembrance of Previous Life. In astral projection, a person can, while alive, temporarily go out of the physical body, roam about, show himself to his friends and relatives, and return with memories of his sojourn. In materialization, temporary living forms of human body or its limbs, like face, hands and larynx, are created and formed out of a strange substance, called ectoplasm, supplied by the body of an individual present nearby. These materialized forms do often resemble those of some persons no longer present in the world. Prof. Richet, in his *Thirty Years of Psychical Research*, writes about materialization, "Absurd, but no matter it is true". (P. 544) In the phenomenon of ghosts

and apparitions, and haunted houses, we see visions of persons who are either already dead, or are still living elsewhere. In trance-personality we have a very strange phenomenon of a person passing into a trance or temporary and partial or complete suspension of consciousness, and his body and speech being apparently used by those who no longer exist in the world. In cases of memories of the previous life we find young children remembering some events which occurred in the lives of persons who died long ago and with whom identity is claimed.

On the basis of these data psychical researchers, many of whom are great scientists and philosophers of the world, have come to a conclusion that man is not the physical body alone, that his mental activities are not merely the functions of his bodily organs and systems, that in his deeper nature he is not merely the unconscious and brutish Id, but, on the other hand, some very superior type of psychic principle. This psychic principle, call it mind or soul, is capable of existing and functioning independently of the physical body. As such, it survives the death of its physical body with which it was temporarily associated. Before getting associated with the present body, it must have been associated with some other body, now dead and gone, whose life it sometimes recalls. Potentially, this psychic principle has great powers of knowledge and action. It is capable of effecting a lot of changes in the physical body. This psychic principle is not governed by mechanical laws of matter and is not limited in its operations by time and space. It is not born with the body, nor does it perish with it. It has got a life and being of its own and perhaps in a psychic world different from the

one. Mysticism is an attempt to withdraw from the affairs of the external world and from the activities of the physical body into the being of the psychic principle in order to understand and realize its nature and potentialities. In this attempt the mystic comes to have very strange and fascinating experiences within himself. When the mystic passes into the deepest recesses of his being he experiences a state of inner illumination in which all sense of individuality is lost, in which no kind of duality or multiplicity is experienced, and in which there is a feeling of supreme delight which was never experienced in the enjoyment of sense-pleasures. In the literature of *Yoga*, Indian mysticism, this unique experience is called *Samadhi*. Here we touch the very essence of our being, and, in the words of Patanjali, exist as "*Swarupmatra eva*". Mystic experiences of various kinds and grades and experience of Samadhi are not mere hallucinations. They are facts which can be experienced by all those who follow the particular disciplines which lead the seeker to them. In a complete understanding of man we cannot afford to neglect them. Mystic training is important from another point of view also. As a mystic proceeds along the path of Self-realization, he automatically gets most of the supernormal powers (*siddhis*) which Psychical Research has discovered some persons to possess sporadically. Great miracles have been performed by the great mystics of the world. In Chapter III of *Yogasutras*, Patanjali makes a mention of the great powers that a yogi comes to acquire in the course of his training in *yoga*.

(continued)

MATAJI'S AMARA VANI *

Question : Ma, may I ask a question, please ? But you will have to give a reply that I am able to understand !

Mataji : Very well, if it comes !

Question : When Supreme Knowledge (*Jnāna*) has dawned, does the memory remain of the fact that one was in ignorance at one time ?

Mataji : When Supreme Knowledge comes about, by the very fact of its coming about, Eternity stands revealed. How can one say : "there is darkness below the Light." One dwells indeed in the Light ? What is darkness ? Who is darkness ? From which stand point is this said ? But don't think that darkness does not signify light or light does not signify darkness ?—this is not the point.

Put from one angle it is like this : One feels : "Really, when was I in ignorance ?" It is quite clear. To say : "I was" or "I became" is an error. IT IS—this is the Truth. The indestructible has never been or will be destroyed. Very well, your condition before you became acquainted with the alphabet has remained in your memory, has it not ? That is to say while preparing for the I.A. or B.A. examinations, can one recall one's state of mind at the time when one was studying for the matriculation ? All these stages are not each separate, all are He. He is Self-luminous, understand this now ! But to say that ignorance exists and Knowledge also exists—this is not correct.

* The Bengali original appeared in Ananda Varta Vol. VII/2, P. 61.

Just as darkness vanishes at sunrise, a moment comes when there is Light. When Supreme Knowledge supervenes one sees: I have for ever and ever been "THAT which IS." Since the Whole has been realized one understands that one has never been in ignorance. When does Creation occur, when Preservation, when Dissolution? The question of division no longer exists.

× × × ×

After the discussion was over, all sat in silence for some time. Then Bhupen asked: "Ma, shall I sing *kirtan*?"

***Mataji*:** Yes, it is better to do something than to remain idle.

***Someone from the audience*:** Surely, the mind cannot stay idle, Ma?

***Mataji*:** Unless it is engaged in conversation about Him or in the contemplation of Him, the mind may be said to be idle and this state is fruitless and painful; for the mind cannot remain entirely inactive, it will naturally be occupied with something or other. To be occupied with worthless things serves no purpose. Therefore do not indulge in vain talk.

The mind must of necessity be anchored somewhere—it is bound to be in the grip of one thing or another. This is why one should fix it on Him who is the Support of the supportless—HE, the Self is the sheet-anchor one should firmly hold to. He is indeed in every one and in every thing.* Thus in the guise of a device is also none but He.

*A play upon words that cannot be rendered into English *Sakal = all, Sa = He, kal =* device, machine.

That is to say He is present in the practices (*kriyas*) that have for purpose Self-realization, such as *japa*, meditation, *kirtan* and so on.

The mind roams and rambles without finding peace. It flits here and there and everywhere like a small child. When here, there and everywhere become the One, then only will there be an end to its wandering. It turns to this and that side in search of food, without being able to find any. If the mind receives the right kind of sustenance, which will keep it in one place, if you give it such nourishment, a full and perfect meal, it will itself become fulfilled—a perfect child resting in his mother's lap. Whether you say reposing with his Mother or in the Self—call it by any name—they are undivided although each separate and though separate yet one and indivisible. In other words when one is wholly absorbed in meditation or in *samadhi*—one is immersed in THAT which is the essence (*Swarūpa*) of delight, happiness, bliss—call it what you will. Merged in the Essence of Reality (*Swarūpa*) means merged in the Self.

* * * *

Question : Ma, please tell us something !

Mataji : Father, you know, do you not, here (with Mataji) if it comes, it comes !

The inquirer : Then I am going to put a question. Well : Unless there is the realization of non-duality (*advaita*) it cannot be proved ; yet it is beyond knowledge. In view of this fact, how is it possible to attain to the truth of non-duality ? For otherwise it is nothing but imagination.

Mataji : The difficulty is that the speaker is himself an instructor, he has come into your midst.

The inquirer : How ?

Someone else : May I say something, please ? So long as it is possible to use language, one is still in the realm of changing conditions—happiness, pain or whatever they may be. But when this happiness is transformed into a happiness that does not depend on anything at all, what is it called then ? Love.

Mataji : Why does one speak of *Karma*† ? Because it goes on creating more action. But when one feels so ardently attracted to one that action no longer brings forth new action, this is called Love. Why is it said to be Love ? Because after it has been kindled there can be no more question of Creation, Preservation or sorrow. Desire perpetuates the created world and therefore it is delusion (*moha*). Thus inversely it is said, to feel drawn towards God is Love *prema*, while worldly attraction is desire, passion (*kāma*). Where no 'other' is and the 'after' has ceased to exist—this is called Love, this is called true Knowledge : here the movement of time has come to a standstill.

When Love has awakened, Self-revelation (*Swa-Prakāsh*) will come and by the path of Knowledge one's Essential Being (*Swarūpa*) will be realized. If you proceed along the line of Love and Devotion—what will be revealed ? Your own Essential Being (*Swarūpa*). Here questions can no longer arise. But you will perhaps say : "How can I at my stage speak of Him who is Self-luminous ? How can the truth of Oneness (*advaita*) be realized ?"

Very well. You have attained to the status of a

†The word '*karma*' denotes 'action' as well as its inherent results, that is the chain of cause and effect.

professor. Do you say this from any particular level or stage? Can you for instance disclose everything that an M. A. knows?

The inquirer : Everything cannot be told, of course, but some part of it I am able to divulge.

Mataji : You cannot bring to light the whole. When you read a book, you read the whole of it, but to speak about it is a different matter; you cannot communicate the whole of it to those to whom you are talking. Yet there are hints by which they can get an inkling of your knowledge. In Him who has realized the *Brahman* you will find no imagination. It must be understood that He is Self-revealed. Intelligence can throw no light on this, nor can words express it. There are however indications of His state; you may not understand everything you hear Him say, but you can detect the signs of His Realisation.

That which is the natural realization pertaining to any particular state, that only will be apprehended. Therefore something has to be pointed out: how can one who is not a professor understand the level from which a professor speaks? Suppose a person who has returned from Europe narrates his experiences; his listeners will be able to grasp something of what they hear, but until and unless they themselves go to Europe it will be difficult for them to understand what precisely it is like. Understanding and not understanding are of this world. But where THAT is which IS—by what means can It be grasped?

Question : How then can spiritual instruction be given?

Mataji : Whatever you are able to comprehend that

much you can pass on; you can give information only about the path. When something is placed on the surface of water, it sinks? But what happens underneath? The person who watches from the shore will only say: 'it has been submerged.' Just as when someone is really absorbed in meditation, one can by just looking at him assert that he is far removed from worldly cares. For the signs of meditation are quite definite, this is why you can tell. The contemplative may be questioned about worldly matters, yet his replies will distinctly point to the inner world. You will be able to discover evidences of his state, you may even succeed in acquiring his way of speaking, but you cannot find out what he has attained, unless you yourself have had similar experience. He will disclose whatever little can be expressed in language—as much as can be put into words. But He who has been immersed does not speak. Nothing infact exists for him, so what is He to tell? If something remains which has not been absorbed, then he would speak something.

The inquirer: But surely He will speak of the path at least?

Mataji: Then you will say, that he who explains is on the way. While actually, father, He does not speak at all, He is WHAT IS. Therefore when He talks He does not talk as you do. It appears to you that He speaks, but in fact He does not say anything. Because of your preconceived ideas you see something. But He does not enter anyone's house, neither does He eat, nor walk, nor talk. This is the truth. What IS, is He. Although becoming He does not become and acting He does not act. Those who maintain that He eats, speaks, sees and listens, let them say what they please. Since there is nothing for Him, what can do?

From the audience : To know the *Brahman* means to become the *Brahman.* Then nothing remains to be learnt. So what actually does one know ?

Mataji : This is not a topic that can be expressed in language. The fact is, father, to know is to know one's Self. At the present moment you are aware of being in ignorance, but '*There*'—there is no question of knowing or not knowing. The question of knowing does not arise. Real knowledge means : *What is, IS*—Self-revelation. To say : "I know" implies that there is a second apart from me. But Revelation ever *is*, no such thing as non-revelation exists—only the clouds have to be dispelled. Even though the veil has not been torn asunder, the light continues to burn. He who lives on the plane where knowledge and ignorance exist, for him there is knowing and not knowing. The person who believes in the reality of sense perception and Creation (*drishti srishti*), for him there is going and coming, death and rebirth. But He is THAT which IS.

My Visits With The Joy-Permeated Mother

DAYA MATA

Disciple of the Paramahansa Yogananda and President of Yogoda Sat-Sanga Society of India and Self-Realization Fellowship of America.

February 12, 1959, was a wonderful day in my life, for on it I met a holy personage, the joy-permeated Ananda Mayee Ma! Many years ago, in Los Angeles, California, U. S. A., my blessed Gurudev, Paramahansa Yogananda, showed me a photograph of Ananda Mayee Ma and said to me: "Strive to become like her." That memory has remained these many years in my heart, and on February 12th I met at last my Ideal in the mother-form.

A small group of us came to India from America in October 1958 to look after some organizational affairs of our Yogoda Sat-Sanga Society, founded in 1918 by Paramahansa Yogananda, with headquarters at Yogoda Math, Dakshineswar. Knowing that Ananda Mayee Ma also has an asram very near Dakshineswar, I secretly hoped that she might visit it during my stay in Calcutta. That desire was fulfilled, for on February 12th, I attended the Saraswati Puja at her asram, filled with expectancy. As my eyes first beheld the blessed Mother, it seemed that a great dart of love went out from her and struck my heart, leaving me transfixed. I remained in that state for some moments, eyes locked on the Mother, feeling great waves of love surging within me.

Later our party was asked to go to an open tent where the Mother was already seated on a dais. We were motioned to sit next to her. I could not take my eyes away from her sweet face, so enchantingly full of love. My tears flowed. She tossed flowers to our party. Sri Prabhas Chandra Ghose, Vice-President of Yogoda Sat-Sanga Society, then introduced me to Ananda Mayee Ma. The Mother placed a garland of yellow flowers around my neck and I was plunged into an ecstatic state. When I opened my eyes the Mother gazed long and lovingly into my eyes. What sweetness—what blessing! I can say no more. She is a divine being.

We were served with prasad, while the Mother rested in her room; then we were told to go to the verandah where she would see us. I touched her in deepest reverence and love, just to have the blessing of her sacred hand. She put her hand over mine and gently stroked it. It seemed that my heart would burst with the love and joy that filled it. My tears could not be stemmed in this holy presence that so tangibly reminds us of the great Universal Mother of us all.

On the morning of February 13th our party again visited the Mother. She was seated on a wooden bedstead. Our group made their pronams and left gifts in front of her. I said, "O Ma, we offer you these fruits and flowers on behalf of all the disciples of our Gurudev, Paramahansa Yogananda, as a token of our deep reverence for you. They are but an outward expression of the deep devotion we feel for the formless Divine Mother that dwells in you."

Later in the afternoon Ananda Mayee Ma was out

walking on the lawn facing the Ganges. Some of our party went forward to take her picture. I remained in the background deeply absorbed in that bliss within. As our group prepared to leave, I knelt silently on the grass, inwardly praying to the Lord within Ananda Mayee Ma for a blessing. I opened my eyes and saw her blessed tiny feet beside me. How tightly I held those feet within my mind and heart! I could not take my gaze away from them, because for months I had been inwardly crying to the Divine Mother to let me see Her Blue Lotus Feet. She had answered my prayer through Her child, Ananda Mayee Ma.

During one of our visits, Swami Kriyananda and I went to the main hall where the Mother meets the devotees each morning at eleven. The Mother was resting. Chitra, the young devotee who travels at times with the Mother, came and sat with us, asking questions about our work in America and about our way of life. I explained to her about our Gurudev's training and how he had taught us to control the body and mind through yogic techniques so that we can go deep in meditation—that whenever we had stirred unnecessarily he would say: "Is your love for Divine Mother so superficial that you allow outer distractions to take your attention away from Her?"

After a time Ananda Mayee Ma came in and took her seat on the dais. We sat quietly meditating while she listened to the people who had come for a darshan. How sweetly she smiled on each one! At times her laughter rang out merrily. She is like a divine child.

Our party visited the asram of the Mother every day that she remained there. Later she went to Calcutta and on the evening of February 20th we went to the home where she was staying, to show her a motion picture film of herself and our Guruji, taken during his visit to India in 1936. Paramahansaji first met her then, in the Bhowanipur section of Calcutta. Later she visited him at his school for boys in Ranchi, Bihar.

Gurudev wrote a chapter about her sacred life, in his book, "Autobiography of a Yogi." That book has now been translated into many Eastern and Western languages, and thus readers all over the world have come to know and revere Ananda Mayee Ma.

On February 21st our group attended a kirtan at the Calcutta home where the Mother was staying. Her devotee, Chitra told me that after the kirtan the Mother would see me in her room. When the chanting was over I went to her room. After a time the Mother entered, and as I opened my eyes to behold her, I noted her arms outstretched carrying a sari. How thankfully I received this blessing from her—one of her own cloths. She looked at me lovingly while I told her that I sought no counsel, I wanted nothing except love for the Universal Mother, to serve Her and my Gurudev until the last breath in my body. She smiled sweetly and replied, "Think of the Divine Mother in the morning, all day long, and the last thing at night."

During this visit I said that I felt selfish that she had given me so much love and attention. She answered gently :

"No, that is not selfishness at all. It is selfishness when one's attention is on the body, but your attention is fixed on this Self. It is not selfishness at all." What utter tranquility my soul felt in her presence !

Our final visit with the Mother was on February 23rd. She was to leave Calcutta early the next morning, and so a vast crowd, wishing for a darshan of her holy form, was present. The Mother had invited our group to see her at the home of a devotee. We went there and sat in front of her, meditating. I found, in Her holy and loving presence, that my consciousness became immediately withdrawn, centered upon the Beloved Mother. On this occasion, as I sat on the lawn, absorbed within, suddenly I felt a tremendous spiritual experience in my spine, centering at the heart chakra. A feeling enveloped me of great, expanding peace, spiritual fulfilment and oneness with the Universal Mother. It seemed, too, that my heart would burst with the great surgings of love that flowed through it the sweetness of which flooded my eyes with streaming tears. After a time Chitra came up to me and said that I might now present to Ananda Mayee Ma the offerings I had brought, red and pink roses and a silk chaddar. As I placed them at her feet, she removed from her neck a string of small rudraksha beads. She put them about my neck and said with great tenderness : "This daughter of yours ever lives in your heart."

During March and April our party from America travelled to north India. While we were in that area we made it a point to visit the blessed Mother again, this time in Rishikesh, during the "Week of Self-Restraint." How wise is the Mother

to have inaugurated such a period every year, when devotees from far and near can gather about her to receive more concentrated spiritual nourishment from her motherly heart divine. I had other opportunities to see the beloved Ma during this stay in Rishikesh, and above all, to meditate deeply in her presence. On one of these occasions I told her, "You have captured my heart." How sweet was her reply, when, like a tiny child, she said, "And I won't give it back !"

During our visit to Rishikesh it seemed that the Mother could not do enough for us, through her wonderful devotees who looked after us. The more I saw of them the more I was impressed with their selfless spirit and devotion.

It happened that I was asked to speak before the gathering one evening. I was told that Mother would give me part of her time in the program. I was introduced to the assembly as a disciple of Pitaji Yogananda. I told the audience about Master's limitless love for the Divine Mother, about his great task in the West to spread the message of Yoga. Then I dwelt on the duty of disciples—the duty to take up the mission of the Guru with ever-increasing zeal and selflessness. Having seen in India how devoutly saints are worshipped, I reminded the gathering that it is not enough to praise these saints and to seek their darshan; that we, the devotees and disciples, must use our lives rightly by striving to follow in their footsteps. Only by constant meditation and good actions may we become divine. The best way, by which we can truly appreciate what the great ones like my blessed Gurudev and Ananda Mayee Ma and other holy ones have to give us, is to

become like them. I finished by saying that the only mission of such holy beings is to rouse in us the desire to find the Beloved within ourselves.

The next morning, after the meditation in the large hall with the Mother and her devotees, she placed around my neck a beautiful garland of roses. As she gazed at me with the tenderness she showers on all, my eyes filled with tears. I was burning with the divine desire for the Divine Mother and with longing to serve my own beloved Gurudev's work better and better, with greater humility, love and wisdom. All other thoughts were gone and my soul was afire. How can I ever forget those treasured moments spent with the Mother, and the words she uttered during our meetings, which are forever etched on my consciousness. Never can I forget her words, uttered at our last meeting, "The same spirit (*bhāva*) that I saw in your Master, I see in you. With all of you who are devotees of Pitaji Yogananda, one feels here as if you were from his own asram." How deeply was I touched as she spoke of her regard for my Guru.

As we were leaving the asram, beholding for the last time the Mother's soft, loving gaze, I thought of my blessed Guru, who had chosen, as an eternal example for us, this flower of divinity, Ananda Mayee Ma, through which we have beheld the spirit of the ancient, Holy India he loved so much, and which we too have come to love.

PAGES FROM MY DIARY

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali.)

22nd May, 1952.

A few days ago Mataji has come to Simla from Solan at the request of the Raja Sahib of Solan.* The Raja Sahib has recently had a new house built on Jacko Hill. Hoping to inaugurate it during Mataji's stay, he has not lived in it before.

Mataji was still lying in bed this morning while I was busy with some work, when suddenly Vimala came to tell me that Mataji was singing a most wonderfully beautiful song. I at once hastened to Mataji's room and found Her quite immersed in Her song.

"*Aao mere salona chhaliare Banwari re,*
Aao mere salona chhaliare !"

She repeated this verse over and over again; its melody was of such unearthly sweetness and tenderness as cannot possibly be described in words. Her eyes were shut. What a marvellous tune! The whole atmosphere was vibrant with its wonder. I stood in silence, listening with rapt attention.

After a long while Mataji at last opened Her eyes and said to me almost in a whisper: "I heard someone sing. It is the song of a Gopi of course;" and She went on singing. A little later She spoke again: "You should preserve the song. Call Vibhu."†

---

*The Raja Sahib Durga Singhji of Solan has been a very faithful devotee of Mataji for many years. Mataji has named him '*Yogiraj*.' Since then we all address him as '*Yogibhai*.'

†Vibhu is a Brahmachari of our Ashram, who is a very good singer.

Vibhu* came and with great patience tried again and again to sing in unison with Mataji, but was unable to catch the precise modulation of the tune. Mataji remarked: "This is the melody of a subtler plane. Here it gets mixed up with the atmosphere of this world. It will be difficult to preserve it in its original purity." We felt sorely disappointed.

During the morning *Satsang* Sri Krishnanand Avadhutji questioned Mataji about the song. With great seriousness Mataji replied: "If these things do not come spontaneously, how else can they occur?" After hearing the verses, Avadhutji declared: "This is the most exquisite language of *Braj*.† '*Banwari*' means one who sports in the forests; '*salona*' means delightful, bewitching and '*chhaliare*' is an expression of endearment, the language of love."

At first I was unable to understand the words of the song. Later I began to grasp their significance. Sri Radha in her desolation is calling out to her Beloved. It is not a song of this world and that is why Vibhu, try as he may, cannot reproduce the tune precisely. However, Mataji comforted us by saying: "If anyone feels inclined to concentrate even on the semblance of the melody that you have succeeded in grasping, it will no doubt be of great benefit to him."

---

*The surprising fact is that so far whenever Vibhu has started singing this tune, he has gone into a peculiar state. Many have witnessed this.

†*Braj* is the country round about Mathura & Vrindaban where Sri Krishna was born and spent much of His life.

28th May, 1952.

At the special request of the Raja Sahib, Mataji returned to Solan to-day. In the evening something remarkable occurred that is worth recording. One of the Brahmacharis of our Ashram had a talk with Mataji about his *sadhana*. Inmmediately afterwards, Mataji called me: "Just imagine, Didi," She said, "what a strange thing has just happened. The Brahmachari, although a disciple of Sri Devi Giriji, asked this body what should be the object of his contemplation. To start with, this body had the *Kheyal* to tell him he should proceed as he had been instructed at the time of his initiation. He also explained clearly what kind of *japa* he was practising. All of a sudden I saw in that corner of the couch (Mataji indicated the side where She usually keeps Her head when lying) the figure of a person who with his raised hand pointed to that spot. (A nice large picture representing Mataji is kept there). He did so once. While talking I kept on casting glances at him. Once again he distinctly pointed to the same spot."

Mataji laughed heartily when She added: "Who can tell, perhaps he was drawing attention to your room, Didi." I also joined in the laughter and said. "How very nice! No doubt he must have pointed to me! But what was the figure like?"

With a smile Mataji replied: "He looked like the charioteer of the *Partha*,† He wore that kind of dress. He

† Sri Krishna is described as the charioteer of the *Partha* (Arjuna) in the Bhagavad Gita.

stood up very straight, and with His long arm that reached down to His knees he pointed in that direction. Think of it, at first it did not strike me, but later it became clear that He appeared exactly in the place where the Srimad Bhāgavata is being kept."

The Brahmachari was called and in Mataji's presence I told him all about the strange incident. He responded by saying: "Oh yes, I did notice that while talking Mataji seemed as it were preoccupied with other thoughts. The atmosphere here in the room also became as if enchanted. As She spoke to me, Mataji's eyes twice wandered in that direction. But I could not see anything at all."

Without a word Mataji listened to our conversation, smiling gently. I then told the Brahmachari: "It is well known that Mataji does not always explain clearly what happens; there can, however, not be the shadow of a doubt that today Sri Krishna Himself has appeared and indicated to you by His gesture to contemplate Mataji as She is on that picture."

Finally Mataji said to the Brahmachari : "At any rate you should do one thing: whenever you sit down for your meditation, first of all concentrate on that form of Sri Krishna and then, after doing obeisance to Him, contemplate whatever else it may be. For He Himself has come to-day in that form to intimate to you what to do. This is why you should start your meditation by thinking of Him !"

3rd June, 1952.

In the course of conversation Mataji related something that had happened long, long ago. At that time Mataji and

Bhaiji were staying in the vicinity of Dehradun. One day they went on foot to Uttar-Kashi. While trudging up a mountain path, Bhaiji became quite exhausted due to extreme hunger and thirst. Only with great difficulty he kept on walking. They were surrounded by mountains and dense forests and there was not even a sign of any human habitation. Suddenly, by Mataji's mere *kheyal*, they saw a small boy walking straight towards them. He was carrying a large earthen vessel full of '*khowa*'.* How miraculous ! After partaking of the *khowa* and drinking some water from the spring; Bhaiji felt much fitter. Later he told Mataji that he had never before eaten such wonderfully tasty *khowa*.

Now to another strange incident. Once when walking with Mataji near Dehradun on a hot day, Bhaiji felt exceedingly thirsty. Mataji also would have welcomed a drink of water. But at a moment's notice Mataji did no longer feel like drinking and simultaneously Bhaiji's inordinate thirst seemed quenched as well. Mataji said to Bhaiji : "Atal has offered some water-melon and this is how our thirst has been slaked." At that time Atal da was hundreds of miles away in far off Bengal. Bhaiji made a note of the date and hour and later wrote to Atalda inquiring about the matter. He got the reply that since it was an exceptionally hot day, Atalda had at that very hour offered some melon-*sherbat* before Mataji's picture ! Is there a limit to the variety of Mataji's *lila* ? Hundreds of similar incidents occur at all times. How few of them come to our notice and how much of those that do are we capable of understanding ?

---

* Milk boiled until it becomes solid, a kind of fresh cheese.

6th August, 1952.

To-day the first *Samyam Saptah* has begun at the Varanasi Ashram. The Satsang is being held in the Ashram hall which is situated directly on the banks of the Ganges. The whole Ashram is pervaded by an atmosphere of deep peace and serenity. From 3—4 p. m. all participants sit in silent meditation in Mataji's presence. During that hour Mataji was lying quite still, covered with a bed-sheet. As soon as the meditation had come to an end, She sat up. Mataji looked as if far removed from this world, and with a very soft voice She said: "During the meditation I saw a beautiful, curly-haired little boy, about four or five years old, with bare body, clothed only in a white loincloth. He sat near this body and facing it fully he sang enraptured: *Hé pita, hé hita, hé Brahmatatwam.* Later he added also *Brahmabhūtam*, but very indistinctly." Having uttered this much Mataji sat in silence. The people present understood that the boy had addressed his hymn to Mataji.*

8th August, 1952.

Today is the third day of the *Samyam Vrata.* It is really an inspiring function. During to-day's afternoon meditation various sights of a subtler plane again presented themselves to Mataji. When questioned about them, She said under Her breath: "Do you know what I saw ? In a bag such as you carry about with you, there were lots and lots of pieces of

---

* Since then this hymn is being sung by a single Brahmachari at the end of the daily afternoon meditation at every *Samyam Vrata.* On no other occasion will Mataji allow this tune to be sung.

cloth coloured in a great variety of hues. Seeing these the *kheyal* came to me that the veils (of ignorance and obscuration) of many of the *Vratis* must have been torn asunder. Then also the following words were audible : *Āpnatè apni*. He is all in all, He alone is."

Listening to these utterances of Mataji everyone was filled with new courage and enthusiasm. How much can we understand of the way in which by Her Divine Grace Mataji removes veil after veil of obscuration and error that we have accumulated in the course of many, many lives ?

From The Life of Sri Sri Ma Anandamayee

KUMARI BITHIKA MUKERJI, M.A., D.PHIL.

(10)

Kali-Puja at Shahbagh :

It has been mentioned above that Mataji's parents were *Vaishnavas*, and that Mataji had learnt from Her father to sing *Hari-kirtan* as a child. It has also been recounted how She changed over to the worship of Shiva after Her marriage, because Bholanath* was a devout *Shakta*. Perhaps it will not be out of place to explain a little about these various ways of worship, especially since Mataji has come to help all those who would follow the 'razor's edge' path, irrespective of caste, creed, country, or religion.

The Hindus who worship God in the form of Vishnu are called *Vaishnavas*, those who worship Shiva are known as *Shaivas* and the worshippers of the Divine Mother Shakti are known as *Shaktas*. These are the main lines of worship of the Hindu faith. Each in turn has innumerable sub-divisions. However, they all differ in superficials only. Underlying the diversity of rituals, is the unifying factor of the ultimate aim of human life—Self-realization. In fact, the catholicity of Hinduism knows no horizons. It holds that God may manifest Himself in any form, at any place or time. In His unbounded

* Sri Ramani Mohan Chakravorty, Mataji's husband, who was commonly known as "Bholanath."

compassion for His Creation, He declares Himself again and again to bring solace to the weary and hope to the despairing.

In the course of one lifetime, it is not possible for a human being to rise entirely above his environment, traditions and other limitations. If those who are not born into fortunate circumstances want material prosperity, they must do so. But fortunate or unfortunate, if anyone seeks freedom from bondage, all that he needs is faith in some symbol of the Godhead. History has shown the futility of the attempts to make man conform to one pattern in this sphere. All over the world men have courted death in preference to a change of faith. The modern age therefore recognizes the right to worship as one of the fundamental rights of human beings. The ancient seers of India, however, in the profundity of their vision, had from the beginning conceded this freedom of the spirit. They also recognized the value of the force of spontaneity. Therefore, they taught that the human spirit in its upward flight may fix its eyes on any luminous form. Every one of them will light man's way to his ultimate destination simply because there is but one goal and all paths lead to it. Hinduism consequently is not a proselytizing religion.

Mataji lived this truth] when She changed over from the worship of Vishnu to that of Shiva. Secondly, Mataji has no religious mission to fulfil, because She is free from desires or personal will. Her activities occur spontaneously according to the need of the time, place and people. Mataji was born in Bengal. The presiding deity of Bengal is Durga, the personification of the Divine Power. According to

scriptural stories, although the daughter of a king, She chose for Her husband Shiva, the personification of the very spirit of renunciation. To his abode of utter desolation on the snow-clad Kailasha, She brought the magnificence and grandeur of princely household. For three days every year* She comes to visit the earth, Her earst-while home. Bengal prepares for Her advent with hectic enthusiasm. She is welcomed with flowers, fruits, sweets, clothes and musical entertainments. For three days Bengalis can think of nothing and nobody else. Then after three days, wiping off the festive mood as if by magic, the Goddess departs to the abode of Her husband, burying the whole countryside under a pall of gloom.

The Divine Mother in the form of Durga or in various other forms is worshipped in many parts of India. The worship of Kali, however, is peculiar to Bengal. According to the scriptures Kali is the destructive aspect of Durga. Durga is beautiful to look at; Kali is fearful. The golden image of Durga is clothed in shining garbs and the light that flashes from Her ornaments fills the universe; Kali's dark hue mingles with the black waves of Her hair cascading down all round Her. As Kali is the reigning deity of the battlefield, She is be-spattered with human blood and a garland of human skulls hangs around Her neck. One hand is lifted to strike with a *kharga*†; while the other, paradoxically is raised in benediction.†† She is so bent upon Her

---

* Either in September or October.

† A short broad sword with a curved tip.

†† The "abhaya mudra", which means, "fear not."

devastating course of the slaughter of evil-doers that She inadvertently steps on the prostrate form of Shiva, and then bites Her tongue in confusion at what She has done. It is thus that the artist likes to construct Her image for the annual *puja* during the month of either October or November. *Durga puja* is a festival and for the masses. *Kali puja* is for the *sadhaka*. It takes place in the stillness and quiet of midnight. It will be recalled that Kali was the inspiration of men who attained spiritual perfection in our own time as for example, Shri Ramakrishna Paramahamsa. Of course, the inspired songs of Ramprasad invoke an image of beauty and benign presence rather than this apparently repellent form of Kali. To the discerning, he says, Kali is neither fearful nor repellent. She is the personification of the all-compassionate Mother who with one hand wards off the evil besetting Her children and inspires confidence with the other raised in benediction.

Kali was the presiding deity of Bholanath's family. They were expected to perform the annual puja wherever they might be. Bholanath and his brothers had to move from place to place on account of their various professions and it was not always possible for them to get together even for the annual *puja*. The brothers ultimately agreed to take turns in performing the *puja*. According to this arrangement Bholanath had once performed the *puja* while he stayed in Bajitpur. Some miraculous incidents had taken place during that *puja*. But as already written above, all those who came into contact with Mataji, never thought of giving prominence to such things rather than to Her remarkable personality.

Besides Mataji was not very widely known at that time and the knowledge of those supernatural occurrences remained confined to a few people only.

After coming to Shahbagh Mataji, at the request of Bholanath and others, performed Herself the *Kali-puja* in the year 1925. This was the first time that Mataji had publicly performed a *puja* with physical accessories.

A year went round and again the time for the annual *Kalipuja* drew near. This year had brought about many changes in the mode of Her life. Firstly, She had become very widely known and Shahbagh was teeming with crowds every day. Secondly, She Herself had begun to move freely amongst people. Moreover, inspite of the still frequent states of *samadhi* and *bhava*, Her behaviour was gradually getting nearer to the ordinary, so that She was becoming approachable to people. Thus, when a few days before the *puja* Bholanath requested Her to perform it, She expressed disinclination, saying, "Do not request me to do these things any more. You can see for yourself that I seem unable to perform any sort of work."

Seeing Mataji's unwillingness, and as it was not his turn to perform the family *puja*, Bholanath dropped the idea altogether.

A few days later Mataji was going to Didi's* house for *bhoga*. On the way, inside the carriage, She suddenly raised Her hand and seemed to be looking at something. Later on when She was sitting down for Her meal She again raised Her

* Srimati Gurupriya Devi, commonly known as "Didi," one of the closest devotees of Mataji.

arm in exactly the same manner and at once appeared as if far removed from Her immediate surroundings. Just one day before *Kali-puja*, when Mataji and Bholanath had retired for the night, She asked him, "What was Bhudeb Babu* talking to you about ?" Bholanath was surprised because that afternoon Bhudeb Babu had asked him to request Mataji to perform the *puja*. Bholanath had declined, telling him of Mataji's unwillingness, and everyone had gone away disappointed that there would be no *puja* that year. Mataji had not met Bhudeb Babu and of course after Bholanath's refusal nobody had dared to request Her again. Therefore Bholanath was amazed at Her question. When he told Her of his conversation with Bhudeb Babu, Mataji said, "Why don't you perform the *puja* yourself ?" Interpreting this as Her sanction for the *puja*, Bholanath immediately went outside and gave the good news to Baul Babu and Suren Babu* who were still there. As only one day remained to prepare for the *puja*, the image had to be fetched that very night and all arrangements expedited. Now the question arose as to the size of the image. Bholanath went to ask Mataji. He found Her lying on the floor in a state of deep *samadhi*. She was unable to speak and his question had to remain without a reply. Here was an unexpected obstacle. Then it suddenly occurred to Bholanath that the image should be as high as Mataji had lifted Her arm while in the carriage and in Didi's home.† He somehow managed to tilt up Her body to a sitting posture and held up

---

* Some of the first devotees and admirers of Mataji at Dacca.

† It has been the experience of many who are close to Mataji that She does not need to convey Her thoughts by speech or look.

Her arm. The distance from the ground to Her uplifted hand measured about 40 inches. Baul Babu and others then went to town to procure an image of this size. They found that all the images had been sold out and that only one artist had a single image left. Strangely and luckily it turned out to be of the exact size, although the colour was a little unusual, being more bluish than black. When Mataji saw the image She said that on the way to Didi's house She had 'seen' a *kali murti* of this very size and hue, rushing down from above as if to leap into Her arms. She had again 'seen' this image at Didi's house. Kali was wearing a large garland of bright red hibiscus flowers and there was no Shiva under her feet.

The arrangements for the *puja* proceeded in full swing. Shahbagh was crowded with people. Midnight drew near. There was not an inch of space in the *puja* room. Mataji was in Her own room, sitting in a state of *bhava*, immovable and remote, with fixed and unseeing eyes, oblivious of Her surroundings. Bholanath somehow managed to guide Her steps to the pond, helped Her to take a bath and change into a new sari. He then brought Her back and seated Her in front of the image. In the nearby room people were singing *kirtan*. The atmosphere was fragrant with the scent of flowers and incense. The congregation waited with full hearts to see Mataji invoke the presence of the goddess.

(To be continued)

MATRI LILA

(15th July—15th October 1959.)

Mataji's sojourn at the Kishenpur Ashram near Dehradun for full three months found its second climax—(the first having been the celebrations of the birthday in May)—at *Guru purnima*, which fell on July 20th. As usual on this occasion many devotees had assembled from far and near to pay homage to Mataji on this auspicious day, which was observed by a full programme of *Puja*, *Kirtan*, etc. Sri Haribabaji Maharaj and his devotees had left for Vrindaban together with the *Raslila* party a few days earlier, only to make room for a new onrush of visitors.

On the 21st afternoon Mataji motored to New Delhi with Didima and others. Didi and a large party followed the same night by train. Only a few people were left behind at the Kishenpur Ashram and a feeling of a great void after Mataji's exceptionally long and happy stay.

Spending about a fortnight at the Chandraloka Ashram at New Delhi, Mataji proceeded to Vrindaban on on August 7th. Dr. Panna Lall's daughter and son-in-law, Sri Rameshwar Sahai, I.F.S., Chief Conservator of Forests, U. P., had arranged for the ceremonial reading of the *Shrimad Bhagavata* commencing on August 10th and ending on August 17th, *Jhulan Purnima* day, in memory of their son, who passed away in Paris two years ago, while still in his early twenties. In his all too short life on this tragic earth

ha had already distinguished himself as a quite outstanding scientific research worker both in India and abroad.

Along with the *Bhagavata Saptaha* that was held in the *Bhagavata Bhawan* of our Vrindaban Ashram, 108 recitations of the *Srimad Bhagavad Gita* were completed in the *Gīta Bhawan* which also forms part of the Ashram. Many distinguished persons and a number of well-known *Mahatmas* graced the functions with their presence. The wife and daughter of the late C. R. Das, the great nationalist leader of Bengal, were among the visitors who stayed in the Ashram for several days during the *Jhulan* week.

On August 19th Mataji returned to Delhi. On the 21st She was taken from there to Modinagar by Rai Bahadur G. M. Modi and his wife and shown round the new temple under construction at Modinagar. It promises to be one of the foremost in the whole province, once it will be completed.

On August 24th Sri Jawaharlal Nehru came to meet Mataji at our New Delhi Ashram. He was accompanied by Sri S. D. Upadhyaya, M. P., also member of his personal staff of many years standing, who makes it a point to come and pay his respects to Mataji and enjoy Her blissful presence whenever possible.

Sri Jawaharlalji was given a cordial reception at the Ashram gate by Sm. Gurupriya Devi and then conducted upstairs to Mataji's newly-built room. He was offered light refreshments and then had a private talk with Mataji lasting for over half an hour. A commercial photographer who
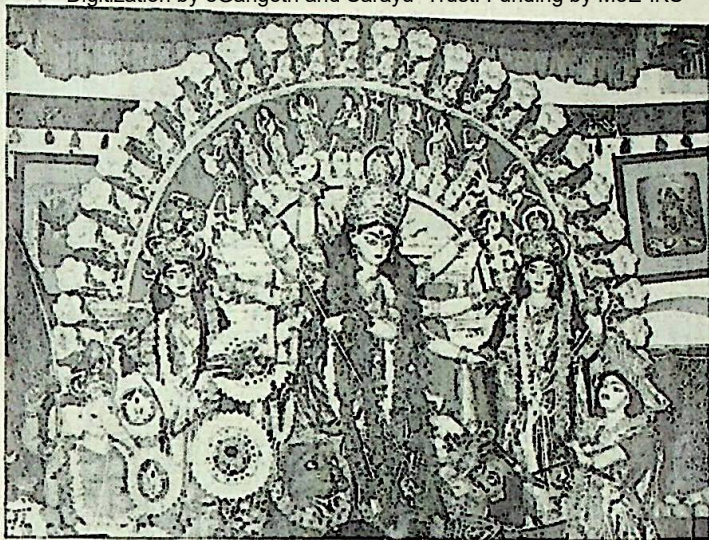
A view of the image of Sri Durga.
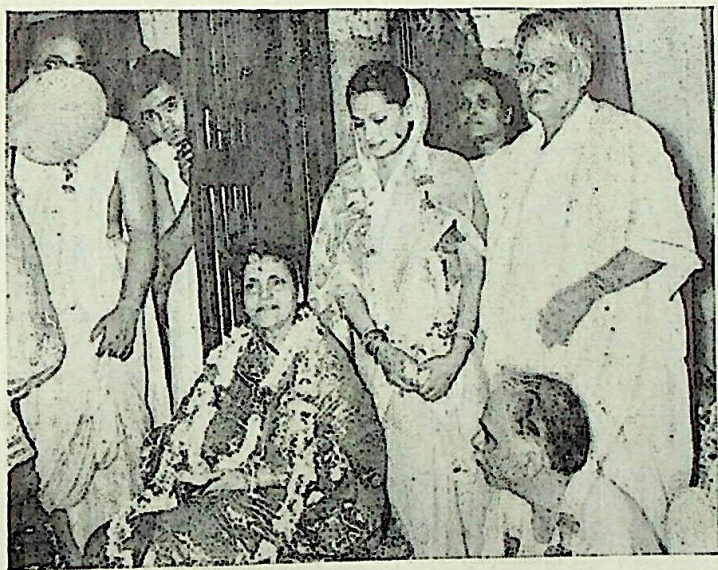
Mataji during the Durga Puja Celebrations at Varanasi.
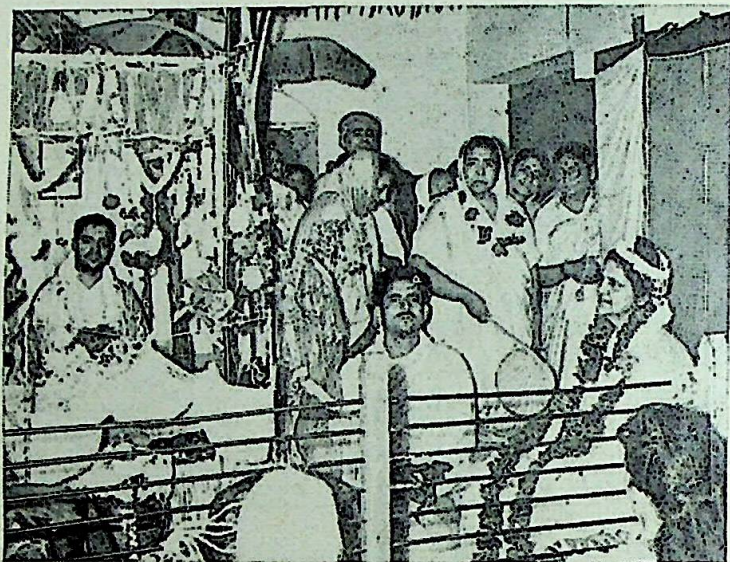
A view from the Bhagawat Jayanti in Varanasi Ashram.
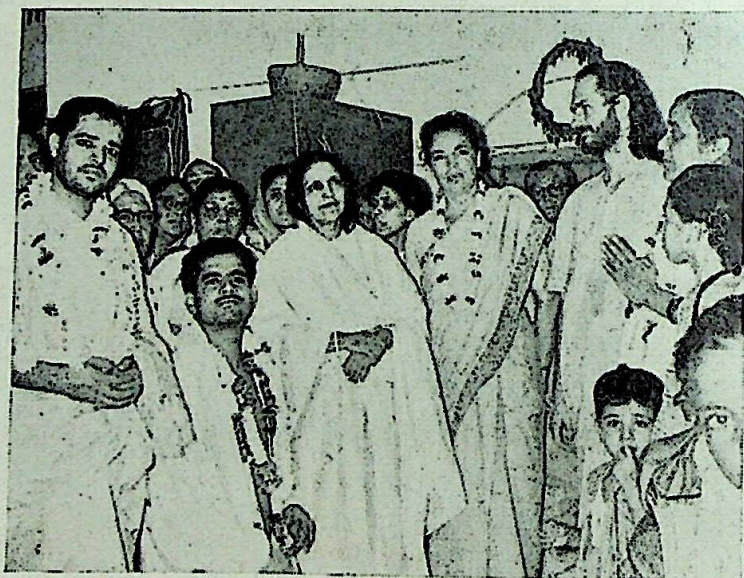
Mataji with Daya Ma, Swami Kriyananda and others.

somehow managed to sneak in unobserved, succeeded in taking a number of photos of the Prime Minister together with Mataji and others.

Immediately after Sri Jawaharlalji took leave of Mataji She started for Vindhyachal. On the 25th morning She was met at Mirzapur station by Sri M. R. Jaipuria and some members of his family, who took Mataji by car to the Vindhyachal Ashram on Ashtabhuja Hill. The Jaipuria family had been observing a special *Sahasra Chandi Anushthan* (one thousand ceremonial recitations of the *Durga Sapta Shati*) at the *Bhajanalaya,* which is the house adjoining our *Ashram* compound at Vindhyachal. The Jaipuria family requested Mataji to remain there at least for a couple of days, but Mataji was unable to grant their wishes, as She was due at Varanasi on the 26th August to be present at the *Janmasthami* festival (Sri Krishna's birthday). However She stayed at Varanasi only for one day and returned to Vindhyachal on the 27th. There She enjoyed a comparatively restful time till September 2nd, when She motored back to Varanasi, where Mr. Nanda of Poona had arranged for *Shata Chandi Path* and *Surya Japa,* beginning on September 5th.

No sooner was this function completed, than the annual *Bhagavata Jayanti* commenced on September 9th and continued until September 16th. Srimati Rama Saxena was responsible for this celebration, which was held in memory of her late husband, Dr. Ram Babu Saxena, a well-known personality in the U. P. Pandit Srinath Shastri of Vrindaban officiated as the reader of the Sanskrit text in the mornings and also as the expounder of the Hindi explanations

every afternoon. His lucid and brilliant rendering of the *Bhagavata* with his melodious voice and his humourous interspersions were highly appreciated by all his listeners who flocked in large numbers.

On September 15th Sister Daya, the President of the Self-Realization Fellowship that was founded many years ago in America by Paramahamsa Yogānanda came by plane from Calcutta to pay a short visit to Mataji before her impending departure for the U. S. A. She was accompanied by another American Sannyasini, Sister Mataji. The American Swami Kriyānanda, also of the S. R. F., had already arrived three days earlier, as he was eager to be near Mataji on his spiritual birth-day, which falls on September 12th. Swami Kriyānanda has succeeded in learning quite a lot of Bengali during his short stay in India and could talk to Mataji in Her own tongue. On the 16th night Sister Daya and her companions left by train for Calcutta.

In the August issue of Ananda Varta we had reported about the visit during the *Samyam Vrata* at Rishikesh of four American Sannyasis headed by Sister Daya. They had met Mataji for the first time last February at the Agarpara Ashram.

Although (except for Swami Kriyānanda) they cannot talk to Mataji without an interpreter, they love sitting by Her in silence with closed eyes entering into meditation. We have watched Sister Daya sitting as motionless as a statue for long periods of time. It is gratifying to find that the spirit of renunciation is not confined to India alone. These

American Sannyasis are evidently genuine renunciates who have dedicated their lives wholly to the Supreme Quest. Sister Daya, although the head of a world-wide religious organization, seems humility and self-effacement in person.

On September 17th Mataji left for Allahabad, where She stayed at the Satya Gopal Ashram for three nights at the invitation of the wife aud daughters of the late Sri Gopal Thakur. On September 20th She proceeded by car to Vindhyachal for a short visit of two days only and then returned to Varanasi to attend the annual function in memory of Swami Akhandānanda, Sm. Gurupriya Devi's father.

It seems fitting to say a few words about this rare soul. The retired Civil Surgeon of Bengal, Dr. Shashanka Mohan Mukherji, as he was then called, discovered Mataji as early as in 1926, when She stayed at Dacca. He soon became one of Her most faithful and devoted followers, who accompanied Her on Her ceaseless peregrinations throughout the length and breadth of India. He had the privilege to be with Her when She first visited South India and went right down to Cape Comorin and he was with Her when She scaled the heights of Mount Kailash together with Bholanathji and Bhaiji. We are told that he was of exemplary perseverance and determination in his spiritual practices. He would sit in meditation for whole days or nights without even changing his posture, while hundreds of mosquitoes feasted on his body. To his last breath he served Mataji with the most selfless devotion. It is customary in our Ashram to give a feast to *sadhus* on the anniversary of his *Mahasamādhi*. As soon as this function was over on September 24th, Mataji left once more for Vindhyachal.

She was back at Varanasi on September 29th.

On October 3rd the first day of *Nava Ratri* the *Durga Puja* celebrations began with the installation of the image of the deity, although the main *Puja* took place from 8th-11th October. The whole function proceeded in great style. H. H. Raja Joginder Sen and Rani Kusum Kumari of Mandi had the privilege to arrange for this function. Hundreds of devotees from all over India availed themselves of this golden opportunity to spend this joyous festival in Mataji's holy presence, right on the banks of the Ganges. Needless to say that the function proved a full success and everyone who participated felt greatly enriched by the deep joy and peace he had experienced at Varanasi.

On October 7, Sri V. V. Giri, Governor of Uttar Pradesh had *darshan* of Mataji at the Varanasi Ashram. He told us that he had heard about Her in South India and had, for years, been cherishing the desire to come in personal contact with Her.

Sri Giriji started the conversation on spiritual subjects by narrating his personal experience as to the value of introspection and retrospection. He told Mataji emphatically that he attached little importance to worldly success, which is so ephemeral and so empty. He regretted that very often people at the top forget their past and attribute their rise to their merit, exclusively. This, he said, shows ego and narrowness. In his opinion, India would have been altogether different if all Indians, particularly those who are at the helm of affairs, could be simple, selfless and innocent like children.

The very first *darshan* of Mataji enabled Sri Giriji to rise above formality and conventions and to talk to her about matters of a very personal nature. Association with Mataji, he remarked, was a source of happiness and inspiration. To this, Mataji's simple reply was: 'This body is your little child'.

'This answer', observed Sri Giriji, 'only shows how great She is'.

Within a few minutes, the child in this veteran leader of men–the child who lies hidden in all–seemed to recognise in Mataji its own Mother, being the Universal Mother.

Like a typical child, Sri Giriji had not the slightest hesitation in opening himself before Mataji without any reservation.

Thus he narrated how he has occupied high places in life–he was a Minister in the State of Madras twice, a Minister at the Centre, an Ambassador and now he is a Governor—and having occupied these high stations he has realised that there is not much in them. After all, worldly success, he said, does not lead to real peace of mind, which is the cherished object of man.

Evidently pleased with the conclusions of Sri Giriji and, in particular, with his frank and informal approach, Mataji said: 'You are right; there is only one *Maharaja* who is the source of the power of all who are in high stations in life'.

After this, complete silence prevailed for some time, and thereafter Mataji broached a new topic and said: 'Pitaji, May

I (this body) ask for a favour, or rather I (this body) ask for an indulgence ? When I (this body) approach persons who have accepted me as their own, I use (this body uses) the expression 'indulgence' ; for others, I prefer the expression 'begging'.

With this short preamble, Mataji told Sri Giriji that the Divine has been in existence, pervading Time in its eternal flow. Out of this eternal flow each day, consisting of 24 hours, is a unit. This unit, divided by 96 gives you a period of 15 minutes. Now, a number of devotees have, with a view to keep themselves in unbroken touch with the Divine, formed a team of *Akhand Bhagwat Smriti* (constant remembrance of the Divine). Each devotee dedicates to the Divine any period of 15 minutes suitable to him. Now, what I (this body) wanted to request you is this : do select any period of 15 minutes and do dedicate that period to the Divine. Once you have selected the time, do not change it ; after your decision, that particular part of the day will cease to be yours. You need not worry about taking a bath or even changing your clothes ; but you must keep to the time sincerely and steadfastly'.

Sri Giriji replied as follows : 'I am grateful to Her for this suggestion. I feel honoured by being invited to join the team of *Akhand Bhagawat Smriti*. As a rule I devote some portion of the day to introspection. Henceforth I will, in addition, set apart 15 minutes for meditation. I will not forget this so long as I live."

Incidentally, Mataji observed that not often does she broach the subject of *Akhand Bhagwat Smriti*. The irresistible

conclusion from this observation is that membership of the *Akhand Bhagwat Smriti* group is confined to the chosen few having spiritual receptivity.

Now to return again to Mataji's programme, She is expected to be present at Varanasi also for Lakshmi Puja on October 16th and for Kali Puja at Diwali on the October 31st. Early in November She will most likely travel to Calcutta, where the tenth *Samyam Saptaha Mahavrata* is to be observed in our Ashram at Agarpara on the banks of the Ganges from November 8th–14th.

An Appeal to Subscribers

We feel it our bounden duty to remind our subscribers again and again about the undermentioned rules :—

1. Any change in address should be officially intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

2. All correspondence should mention the Subscriber number without faii ; otherwise it becomes difficult to attend to those letters promptly.

3. Any case of non-receipt of the magazine should be reported to the Managing Editor *latest by the 15th* of the month when the magazine is published.

4. Subscriptions, when they fall due, should be sent to the office immediately on receipt of the Reminder slips along with the Money Order forms.

5. All of our subscribers should make it a point in future not to "dishonour" any issue of the magazine when it is sent by V. P. P., as that entails a considerable loss to the Ashram fund. They are requested to inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing the magazine.

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে ঃ—

কীর্ত্তন রস-স্বরূপ

বিশেষ পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ

মূল্য—৪.৫০ নয়া পয়সা।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের সঙ্গীত, শ্রীশ্রীমায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীত, "দিদিমা" ও "ভাইজী" রচিত সঙ্গীত, আশ্রমে গীত নিত্য ভজন ও স্তব, বিশিষ্ট স্তব-স্তোত্রাবলি, লুপ্তপ্রায় কবিগান সকল, শতনাম ও বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও ভজন লইয়া এই পুস্তকটির রচনা। ভক্তদের নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ।

প্রচ্ছদপট, বাঁধাই ও চিত্রাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।